অজানা রহস্য!

সংকলন ও সম্পাদনায়

আব্দুল মাজিদ

সংকলন ও সম্পাদনায়

আব্দুল মাজিদ

লুকিয়ে থাকা অজানা রহস্য

সংকলকঃ আব্দুল মাজিদ

কম্পিউটার কম্পোজঃ

প্রকাশঃ   ৫ জুন, ২০২৫ ইংরেজি, ৮ যিলহজ্ব, ১৪৪৬ হিজরি।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم
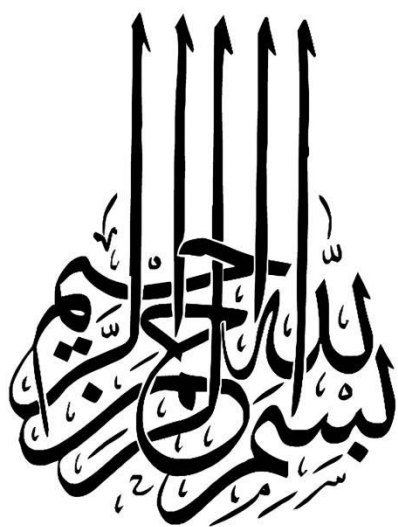
ভূমিকা

ইন্নালহামদালিল্লাহ, নাহমাদুহু ওয়া নূছল্লি আ'লা রসূলিহিল কারিম আম্মা বা'দ।
ফা'উযুবিল্লাহি মিনাশশাইত্বনির রজিম।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
ক্বলাল্লাহু তা'য়ালা,
وَقُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَزَہَقَ الۡبَاطِلُ ؕ اِنَّ الۡبَاطِلَ کَانَ زَہُوۡقًا
অর্থ: বলুন, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।
(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং- ৮১)
সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ট জীব হিসেবে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।
লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সেই বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সায়্যিদুল মুরসালিন, খ্বতামুন নাবিয়্যিন, রাসূলে পাক মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) এর প্রতি, যার আনিত জীবনবিধানে মানা ও না মানার মাঝে রয়েছে পরকালীন শান্তি ও শাস্তির ফয়সালা।

এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সেই সাহাবায়ে কেরামের (রা.) প্রতিও, যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষণে এই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং তার রক্ষার্থে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।
অতঃপর, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,
আসসালামু আ'লাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু।
আশা করি সকলে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন।

শিরোনাম দেখেই নিশ্চয় সকলে ইতোমধ্যে বুঝে গিয়েছেন আশা করি, যে কি নিয়ে আলোচনা হতে যাচ্ছে আজ?
জি ঠিকই ধরেছেন। এমনই এক বিরল রহস্য নিয়ে,
যা আজ থেকে প্রায় যুগযুগ ধরে ছিল লুকিয়ে আমার আপনারই মাঝে!
চমকে উঠছেন নিশ্চয়?
শুধু তাই নয়,
আরো হতভাগ করার মতো বিষয় হলো,

তারই মাঝে লুকিয়ে ছিল আরো এমনই এক সত্য,
যাকে হয়তো আপনারাই এতদিন নিজেদের অজান্তে মিথ্যা বলে প্রচার করে আসছিলেন!
বিশ্বাস হচ্ছে না নিশ্চয়?
শুধু আপনারা নয়, বলতে গেলে প্রায় অধিকাংশ মানুষ এমনকি কতক আলেম-উলামাও এই সত্যকে বুঝতে না পারে মিথ্যার অপবাদ ছুড়ে দিয়েছে। বাতিল বলে অভিহিত করেছে।
জানি এটা এখন অনেকেরেই অবিশ্বাস্য আর অদ্ভুত মনে হবে।
তবে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, আসলেই এমনটা ঘটেছে।
সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা হয়েছে।
আর তার একটাই কারণ এই রহস্যকে না জানা!
যার জন্য আমরা নিজেরাই দ্বায়ী। এই আলেম সমাজই দ্বায়ী।
হয়তো অনেকে বলতে পারেন, তা কিভাবে?
কারণ একটাই।

সেই রহস্যই ছিল মূলত এই শেষ জামানার এক বৃহৎ অংশকে ধারণ করে, যাকেই মূলত আজ আমরা অবহেলিত অবস্থায় ফেলে রেখেছি, তার সম্পর্কিত হাদীসগুলো নিয়ে আজ আমাদের কোনো চিন্তা-ফিকির নেই। এমনকি জানার আগ্রহটুকুও নেই।

একইভাবে আজকের আলেম সমাজেরও নাই।

তারাও এই বিষয়ে আজ ওয়াজ-নসিহত করা ছেড়ে দিয়েছে। ফিতনা-মালহামার হাদীসগুলো নিয়ে জুম'আর মিম্বরে বয়ান করা ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি শেষ জামানা সংক্রান্ত কিতাবগুলোও অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না আর। যার দরুনই এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও সেই রহস্য আমাদের কাছে কখনো ধরা দেয়নি আর!

তাই ফলশ্রুস্বরূপ সেই যুগযুগ ধরে আমরা হাবু-ডুবু খেয়ে যাচ্ছি এমনই এক অজ্ঞতা আর কাল্পনিক সাগরে, যার কুল-কিনারারই কোনো অস্তিত্ব নেই!

তাই কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা আজ আমাদের কাছে অজানা হয়ে পড়েছে। যার দরুন সেই সত্যকেও আজ আমরা মিথ্যা মনে করে বসেছি, যার ব্যাপারেই কিনা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.)-ই সংবাদ দিয়েছিলেন। তাকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন।

অথচ, আমরা আজ তাকে গ্রহণ তো দূর, বাতিল বলে অ্যাখা দিয়ে বসেছি।

কিন্তু এর পরিণতি আমাদের কি হবে?

কখনো কি চিন্তা করেছি একবার?

করিনি। বরং একেবারে দ্বিধা-দ্বন্ধ ছাড়া সাব্যস্ত করে ফেলেছি মিথ্যা বলে, যার সত্যতার ব্যাপারে কিনা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) এরই হাদীস বিদ্যমান!

অথচ আমরা তা জানিনা। না জেনেই আমরা ফাতওয়া দিয়ে দিচ্ছি বাতিল বলে। যার দরুন কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

অতএব,

উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে, এই গ্রন্থখানাটিতে আজ আমি আপনাদের সকলের সামনে খুলে দিচ্ছি সেই অজানা বিরল রহস্যটির পর্দা, যা প্রকাশ করবে আপনাদের নিকট সেই অজানা সত্যকে, যাকেই আপনারা বাতিল বলে অ্যাখা দিচ্ছিলেন।

তাই সকলকের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, এই গ্রন্থটির প্রতিটি পাতা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন ইংশাআল্লাহ।

তাহলেই সেই অজানা সত্যকে আপনারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

পরিশেষে, আরেকটি কথা না বললে নয়, আর তা হলো

কোনো মানুষই আসলে ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়।

সবারই কখনো না কখনো, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভুল ত্রুটি হয়ে যায়। তাই একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমারও অজান্তে ভুল ত্রুটি হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই সকলের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, যদিও আমি ইংশাআল্লাহ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে প্রকাশের, তারপরও যদি আমার লিখনিতে কোনো জায়গায় বানানগত, তথ্যগত ইত্যাদি কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি আপনাদের কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর অবশ্যই আমাকে অবহিত করবেন ইংশাআল্লাহ।

ইংশাআল্লাহ আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো তা সংশোধনের।

আসসালামু আ'লাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু।

বিনীত-

আব্দুল মাজিদ।

যোগাযোগ: abdulmajed01@proton.me

পর্দা উন্মোচন

কি সেই রহস্য?

জানতে নিশ্চয় সকলেই ব্যাকুল হয়ে আছেন?

আসলে "রহস্য" নামটিই এমন, যা ধারণ করে এমন এক অজানা জগৎকে, এক অজানা সত্যকে, যা সবার নিকট ধরা দেয় না।

তাই এরই নাম রহস্য! যা গুপ্ত থাকে অতল গভীরে, এক অদৃশ্য পর্দার অন্তরালে!

ঠিক সেইরকমই এক রহস্য হলো, আজকের এই অজানা রহস্য!

যা ধারণ করে আছে অজস্র এমন কিছু সত্যকে, যা দেখে হয়তো আপনাদের সকলেরই চোখ কপালে উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে। আর হতভাগ চিত্তে বলতে বাধ্য হবেন, যে কি ছিল এটি?

তো প্রস্তুত আছেন তো সবাই ইংশাআল্লাহ? সেই রহস্যের সাথে সাক্ষাত করার জন্য?

বেশ, তাহলে চলুন, এবার উন্মোচন করা যাক কাঙ্ক্ষিত সেই অজানা রহস্যের পর্দা!

হাতছানি দেয় ঐ দূরান্তে!
এক উজ্জ্বল দীপ্তিময় কিছু!

এক রহস্যময়ী ব্যাগ!

আবু হুরায়রার (রা.) গোপন ব্যাগ!

আবু হুরায়রার (রা.) গোপন ব্যাগ!

জি ঠিকই শুনেছেন!

এই সেই অজানা রহস্য! যার জন্য আপনারা এতক্ষণ ধরে অপেক্ষায় ছিলেন!

এই সেই, যা লুকিয়ে ছিল আপনাদের মাঝেই সেই যুগযুগ ধরে এক অতল গভীরে!

হয়তো অনেকে আঁতকে উঠছেন, যে

গোপন ব্যাগ মানে!?

হ্যাঁ, গোপন ব্যাগ!

শুনে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি এমনই এক গোপন ব্যাগ ছিল সেই বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর! যা তিনি কখনো জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করতেন না!
বিশ্বাস হচ্ছে না নিশ্চয়?
তাহলে তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনুন-
সহীহ বুখারীরই এক বর্ণনায় এসেছে,
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নিজেই বর্ণনা করছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে এমন দুই পাত্র ইলম (তথা হাদীস) আয়ত্ত করেছিলেন, যার একটি তিনি মানুষের মাঝে প্রচার করেছিলেন, আর অপরটি এমন ছিল যে, যা প্রকাশ করলে নাকি তাঁর গলা কেটে দেওয়া হতো!

বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) হতে দুই পাত্র ইলম (হাদীস) আয়ত্ত করেছি, যার একটি আমি প্রচার করেছি (মানুষের নিকট), আর অপরটি এমন ছিল যে, যদি আমি তা প্রচার করতাম, তাহলে আমার খাদ্যনালী কেটে দেওয়া হতো।
(সহীহ বুখারী, অধ্যায়- কিতাবুল ইলম, হাদীস নং- ১২০)

আল্লাহু আকবার! দেখলেনতো কি বিস্ময়কর!?

এবার বিশ্বাস হলোতো?

মূলত এটিই সেই যুগযুগ ধরে রহস্যের বেশে থেকে ছিল আমার-আপনার নিকট। যা নিয়ে আমি-আপনি কখনো চিন্তাও করি নাই।

অথচ সহীহ বুখারীরই বর্ণনা। যা কিনা আমাদের সকলের নিকট সবচেয়ে পরিচিত এক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা অনেকে এই হাদীসটিকেও পর্যন্ত জানি না।

আমাদের কথাই না হয় বাদ দিলাম।

আমাদের দেশের যে সমস্ত ডিগ্রিধারী আলেম-উলামা আছেন, তারাও কি কখনো এই হাদীস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন? উম্মাহর নিকট তুলে ধরাকে প্রয়োজনবোধ করেছেন?

নিশ্চয় করেন নাই। বরং সংকীর্ণ মাসআলা-মাসায়েল আর হাত বাঁধাবাঁধি ইত্যাদি ইখতেলাফ নিয়ে পড়ে আছেন। আর একে-অপরকে বাতিল ফতূয়া দিতে ব্যস্ত হয়ে আছেন। তাই এগুলো নিয়ে গবেষনা করার আর সময় কই তাদের?

এগুলোতো দূরের কথা, শেষ জামানা নিয়েও তো কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনাই তাদের থেকে এখন আর পাওয়া যায় না। আর এইটা নিয়ে কি গবেষণা করবে?

কেবল হাতে গণা গুটিয়েকজনকে পাওয়া যায়, যারা এই বিষয়ে গবেষণার চেষ্টা করেছেন। যাদের একজন হলেন আমাদের দেশের সম্মানিত একজন ইসলামি স্কলার জনাব মুফতি কাজী ইব্রাহিম সাহেব (হাফি.)।

মহান আল্লাহ পাক তাকে নেক হায়াত দান করুন আমিন। তার ইলমে আরো বরকত দান করুন আমিন।

আসলে ব্যাক্তিগতভাবে আমার দেখা,

ইনিই একজন ব্যাক্তি, যিনি কিনা এই গোপন ব্যাগ নিয়ে এই বাংলাদেশের আলেম সমাজের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মুখ খুলেছিলেন। ইউটুব-ফেসবুকে আপনারা তার সেই লেকচারগুলো দেখতে পারেন।

ফলে যাদের এই সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই ছিল না, তাদের দ্বারা তিনি কটুক্তি আর হাস্যরসের স্বীকার হয়েছিলেন।

তখন একশ্রেণির অতিবুঝি আলেম, ওনার বিরোধীতা করা শুরু করে দেন। ফিতনাবাজ বলা শুরু করেন।

নাউযুবিল্লাহ।

এদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, নিজেরাতো আর এই নিয়ে কখনো চিন্তা-ভাবনাও করেনি উল্টা যারা এই নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করছে, উম্মাহকে জানাচ্ছে, তাদেরকেই ফিতনাবাজ, পথভ্রষ্ঠ বলে ফতূয়া দেওয়া শুরু করেছে নাউযুবিল্লাহ।

আল্লাহ তা'য়ালা এদের থেকে এই উম্মাহকে হেফাযত করুন আমিন।

তো সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

আশা করি এখন আপনারা বুঝতে পেরেছেন বিষয়টি।

মূলত আমাদের নিজেদের অজ্ঞতা আর শেষ জামানার ব্যাপারে অসতর্কতা-গাফেলতির কারণেই এই গোপন ব্যাগের বিষয়টি রহস্য হয়ে থেকে ছিল। নতুবা তা কখনোই রহস্য থাকতো না। এই উম্মাহকে তা জানা হতে বঞ্চিত হতে হতো না। যেমনটা ভূমিকা অংশে বলেছিলাম।

তাহলে কি ছিল সেই গোপন ব্যাগে?

প্রশ্ন জাগছে নিশ্চয় সবারই মনে?

বস্তুত, এখানেই রয়েছে সেই রহস্যের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য বিষয়!

কি এমন ছিল সেই ব্যাগে? যা প্রচার করার দরুন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা করেছিলেন? কারা তাকে হত্যা করতো? কেন করতো?
রাসূল (সা.) এরই তো হাদীস। হাদীস প্রচার করার কারণে কেন হত্যার শিকার হতেন?
কি এমন ছিল সেই হাদীসগুলো?
এরকম অসংখ্য প্রশ্ন চলে আসে নিশ্চয়?
উত্তর-
যদিও এই নিয়ে আমাদের আজকের আলেম সমাজ গাফেল থাকলেও, আমাদের পূর্ববর্তী যুগশ্রেষ্ট সম্মানিত অনেক ইমাম ও উলামাগণ কিন্তু মোটেও এই ব্যাপারে গাফেল ছিলেন না। তারা ঠিকই এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন এবং নিজেদের লিখিত বই-পুস্তককে এই ব্যাপারে উম্মাহকে অবহিত করার চেষ্টা করেছিলেন।
যার মধ্যে একজন হলেন, যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ইবনে হাজার আসক্বলানী রহ., যিনি তাঁর সহীহ বুখারীর প্রখ্যাত ব্যাখাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে উল্লিখিত সেই বিস্ময়কর হাদীসের ব্যাখায় বলেন,
“যে পাত্র প্রকাশ করা হয়নি; উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এখানে ঐ সকল হাদীস উদ্দেশ্য, যাতে মন্দ আমীর-উমারাদের (তথা ফিতনাবাজ জালেম শাসকদের) নাম, তাদের বিবরণ ও তাদের যুগের বর্ণনা রয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সকল আমীর-উমারার পক্ষ থেকে নিজের অনিষ্টের আশঙ্কায় সেগুলো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত না করলেও ইশারা-ইঙ্গিতে বলতেন। যেমন তিনি বলতেন, ৬০ হিজরীর প্রারম্ভ ও ছেলে-ছোকরাদের ইমারত থেকে

আল্লাহর পানাহ চাই। এটি বলে তিনি ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়ার খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করতেন। কেননা তা ৬০ হিজরীতেই ছিলো।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো প্রচার করা হলে এই সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট তা বর্ণনা করেননি।"

(ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১৬-২১৭)

সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর ব্যাখা!

লক্ষ করুন, এখানে ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. উল্লেখ করছেন যে, যে পাত্রটি প্রকাশ করা হয়নি, তথা গোপন রাখা হয়েছিল, উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে তাতে ঐ সমস্ত হাদীসগুলো ছিল, যাতে ফিতনা সৃষ্টিকারী জালেম শাসক-বাদশাহদের নাম, তাদের যুগের বর্ণনা ইত্যাদি উল্লেখ ছিল।

যেমনটা আমরা এই মর্মে অবিকল সুনানে আবু দাউদের এক বর্ণনায় দেখতে পাই যে,

বিখ্যাত সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. বর্ণনা করছেন,

আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি জানিনা আমার এই বন্ধুরা ভুলে গেছে নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছে। আল্লাহর কসম আল্লাহর রসূল (সা.) কেয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে এমন একজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেননি। তিনি (সা.) প্রতিজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করার সময় আমাদেরকে তার নিজের নাম, তার পিতার নাম ও তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন।

- (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪২৪১; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং- ৫৩৯৩)

সুবহানাল্লাহ! অতএব,
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এবার আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করি? যে কিয়ামত পর্যন্ত যত ফিতনাবাজ জালেমের আবির্ভাব হবে তাদের সকলের বর্ণনা আল্লাহর রাসূল (সা.) উল্লেখ করে গিয়েছেন।
যেখানে ইয়াজিদ ও তার পরবর্তী বনি উমাইয়ার জালেম শাসকদের বর্ণনা উল্লেখ ছিল।
যাদের দ্বারাই মূলত হযরত আবু হুরায়রা রা. রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হওয়ার আশংকায় জনসাধারণের মাঝে সেই হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন না।
যেমনটা ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. তাঁর উপর্যুক্ত ব্যাখায় ব্যক্ত করেছেন, যে তিনি এইসমস্ত বর্ণনা প্রকাশ্যে না বললেও ইশারা ইঙ্গিতে বলতেন। যেমন- ৬০ হিজরী হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।
অবুজ যুবকদের শাসন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।
এই বলে দোয়া করতেন।
যা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, ইমাম ইবনে কাসির রহ. তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থেও উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে,
আহমদ আসিম সূত্রে উমায়র ইবনে হানী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু হরায়রা (রা.) মদীনার বাজারের উপর দিয়ে গমনকালে এ দু'আ করতেনঃ
“হে আল্লাহ! হিজরী ষাট (৬০) সাল পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখোনা,
সাবধান! (হে লোক সকল) মুয়াবিয়ার শাসনকে তোমরা অব্যাহত রাখ।
ইয়া আল্লাহ! বালকের শাসনকাল পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখো না।
(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড- ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা নং- ৩৪০)
আল্লাহু আকবার!

ঠিকই মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন এই মহান সাহাবীর সেই দোয়া কবুল করে নেন।
সীরাত থেকে জানা যায়, ঠিকই ৬০ হিজরীর আগেই ৫৯ হিজরী মতান্তরে (ইমাম বুখারীর রহ. মতে) ৫৭ হিজরীতে এই মহান সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রা. এই দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।
(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিওন)।
(রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আ'নহুম)।

(বি:দ্র: ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. তাঁর 'আল ইসাবা' গ্রন্থে আবু সুলাইমানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবু হুরাইরা আটাত্তর বছর জীবন লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর সা. জীবন কালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছরের কিছু বেশি। অনেকের মতে হিজরী ৫৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন; কিন্তু ওয়াকিদীর মতে তাঁর মৃত্যুসন ৫৯ হিজরী। তবে ইমাম বুখারীর মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরীর ৫৭।)
তবে এখানেই শেষ নয়!
এখনো মূল রহস্য বাকি রয়েছে!
হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন।
এতক্ষণ ধরে যত আলোচনা হলো, তাতো ছিল কেবল একটি অংশমাত্র!
এখনোতো আসল চমক বাকি রয়েছে, যা সেই রহস্যের অন্যতম বিষয়!
আবার কি চমক!?
আঁতকে উঠছেন নিশ্চয় সবাই?
জানতে ফিরে চলুন আবার ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. এর সেই ব্যাখায়!
আপনারা লক্ষ করেছেন কিনা জানিনা,

ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. সেই জালেম শাসক-বাদশাহদের প্রসঙ্গের পর আরো একট বিষয় উল্লেখ করে ছিলেন যা ছিল এই গোপন ব্যাগেরই অন্যতম অংশ!

স্বরণ করুন,

তিনি শেষাংশে বলেছিলেন-

“আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো প্রচার করা হলে এই সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট তা বর্ণনা করেননি।”

(ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১৬-২১৭)

কি আশ্চর্যের বিষয়!

আল্লাহু আকবার।

লক্ষ করুন, এখানে ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. শেষাংশে উল্লেখ করছেন যে, উ'লামায়ে কেরামের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে সেই গোপন পাত্রের ইলম দ্বারা কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। যা প্রচার করা হলে এই সম্বন্ধে যাদের কোনো ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেননি!

চমকে গেলেন নিশ্চয়?

মূলত ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. এখানে দুইটি অভিমত উল্লেখ করেছেন।

যার মধ্যে ১ম টি হলো- জালেম শাসক-বাদশাহ সংক্রান্ত।

আর ২য় টি হলো- এই শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত!

যেখানে কেবল এই প্রথম অভিমতটি নিয়েই এতক্ষণ যাবৎ ব্যাখা-বিশ্লেষণ করলাম আপনাদের নিকট।

হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে, এখানে আবার দুইটি মত কেন? কোন মতটি তাহলে সঠিক?

প্রথমটি নাকি দ্বিতীয়টি?

এই প্রশ্নটাই নিশ্চয় এখন ঘুরপাক খাচ্ছে মনে সবারই?

তবে শুনে আপনারা সকলেই হতভাগ হয়ে যাবেন যে,

আসলে উভয় মতই সঠিক!!!

জি ঠিকই শুনেছেন!

উভয়টিই সঠিক!

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সেই গোপন ব্যাগে শুধুই যে সেই জালেম শাসক-বাদশাহদের বর্ণনা ছিল, তা নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, এই শেষ জামানায় যত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটবে, যত ফিতনা-ফাসাদ হবে, তার সব কিছুরই এক মহা সমাহার ছিল সেই গোপন ব্যাগে!!!

প্রমাণ নিন তাঁর নিজ মুখ থেকেই!-

ইয়াজিদ ইবনে আসাম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) কে বলা হলো, "আপনি অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অনেক বেশি"। তখন তিনি (আবু হুরায়রা রা.) বললেন, "যদি আমি তোমাদের সবকিছুই বলতাম, যা আমি নবী (সা.) থেকে শুনেছি, তবে তোমরা আমাকে পাথর ও মাটি দিয়ে মারতে, আর আমার সাথে বসতে পারতে না"।

(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড- ১৬, পৃষ্ঠা- ৫৬৩, হাদীস নং- ১০৯৫৯)

হাদীসটির মান: সহীহ।

আল্লাহু আকবার! কি আরো এক চমক!

দেখলেনতো!? কি রহস্যময়ী বর্ণনা!?

এই হাদীসগুলো নিয়ে কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করেছেন আপনারা? আপনাদের আজকের আলেম সমাজরা?

অথচ সহীহ হাদীসই! যেটাকে আপনারা খুঁজে বেড়ান প্রতিনিয়ত।

কই কখনো এই সহীহ হাদীসটি নিয়ে গবেষণা করেছেন?

কি মহা বিস্ময়কর বিষয়!

এই হাদীসে সরাসরি হযরত আবু হুরায়রা রা. সেই গোপন ব্যাগের মূল বিষয়টা একেবারে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন!

এই হাদীসে বলা হচ্ছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে বলা হলো তথা লোকজন বলাবলি করলো,

আপনি অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন!

যেটি আরবিতে "أَكْثَرْتَ أَكْثَرْت" শব্দযুগলে এসেছে, যা মূলত কোনো কিছুর অত্যাধিকতা বুঝাতে জোর দিয়ে বলতে ব্যবহৃত হয়।

তো এখানে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে সেভাবেই জোড় দিয়ে তারা বলাবলি করছিল যে,

আপনি অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ অত্যন্ত বেশি অন্যদের তুলনায়।

তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তার জবাবে বলছেন যে, আমি যদি সবকিছুই তথা সকল হাদীসই বর্ণনা করতাম, যা আমি নবী (সা.) থেকে শুনেছি, তাহলে তোমরা আমাকে পাথর ও মাটি দিয়ে মারতে আর আমার সাথে বসতে পারতে না!

আল্লাহু আকবার!!! খিয়াল করুন আবার!

যদি সবকিছুই বর্ণনা করতেন, যা তিনি রাসূল (সা.) থেকে শুনেছেন, তাহলে সেই লোকসকল পাথর ও মাটি দিয়ে মারতো!!!

কি আশ্চর্য!

অথচ তা রাসূল (সা.) এরই হাদীস!!!

তাহলে কেন পাথর ও মাটি দিয়ে মারতো?

প্রশ্ন কি জাগে না পাঠকগণ?

স্বরণ করুন, আমরা পূর্বে দেখেছিলাম হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সেই গোপন পাত্রে জালেম শাসক-বাদশাহদের বর্ণনা ছিল বিধায়

তিনি তাদের দ্বারা রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হতে পারেন এমন আশংকায় সেগুলো বর্ণনা করেননি। যেটি ছিল, যে কারো ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক।

কিন্তু এইবার সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক চমক দেখাচ্ছে এই হাদীস!

এবার কোনো জালেম শাসকের কথা নয়, বরং সরাসরি সাধারণ মানুষের কথা বলা হচ্ছে! যারা কিনা সেই সকল হাদীস বর্ণনার কারণে তাকে পাথর ও মাটি দিয়ে মারতো! তার সাথে বসতে পারতো না!

তাহলে কি প্রশ্ন জাগছে না?

আবার কি এমন হাদীস ছিল সেগুলো!?

যেগুলোর কারণে সাধারণ লোকরাই আঘাত করতো?

উত্তর কি তাহলে মিল পাচ্ছেন!?

মিল কি পাচ্ছেন এর কারণ কী!?

আল্লাহু আকবার! বরাবরই সেই কথাটিই!

যা ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. তাঁর ব্যাখার শেষাংশে বলেছিলেন-

“আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে (সেই গোপন পাত্র দ্বারা) কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো প্রচার করা হলে এই সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট তা বর্ণনা করেননি।”

(ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১৬-২১৭)

সুবহানাল্লাহ!

অতএব, প্রমাণিত হয়ে গেল! এই ২য় অভিমতটিও বরাবরই যথার্থ!

পুরো শেষ জামানার চিত্র ছিল সেই গোপন ব্যাগে!

কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, যত আলামত-নিদর্শন প্রকাশ পাবে, যত ফিতনা-ফাসাদ ঘটবে, যত যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে, তার সব কিছুরই বর্ণনা ছিল সেই গোপন ব্যাগে!

আল্লাহু আকবার!

হয়তো অনেকে এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে,

এখানে যাদের ধারণা ছিল না বলতে আবার কি বুঝালো?

সাধারণ মানুষরাতো সাহাবাগণ থেকেই হাদীস শুনবে। তাই না?

তাহলে এতে তাদের ধারণা থাকার-না থাকার প্রশ্ন কেন আসবে? হাদীস তো সাহাবাগণ শুনেছেন, তারা না।

তাহলে তাদের কেন ধারণা থাকা লাগবে হাদীস শুনার জন্য? আর আবু হুরায়রা (রা.) কেন এত বর্ণনা করলেন, এই কৈফিয়ত কেন তারা তুলবে? তাদের থেকে কি অনুমতি নিয়ে হাদীস বর্ণনা করা লাগবে নাকি?

এই আবার কেমন কথা!?

ঠিক এই প্রশ্নটাই এখন অনেকের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নিশ্চয়?

এবার এরও উত্তর নিন হযরত আবু হুরায়রা রা. এর নিজ মুখ থেকেই!-

ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. তাঁর “আল ইসাবা” গ্রন্থে উল্লেখ করেন, উমাইয়া শাসক মারওয়ানের নিকট আবূ হুরায়রা (রা.) কোন ব্যাপার অসহ্য হওয়ায় তিনি রাগান্বিত হয়ে নিজেই একবার বলেছিলেন, ‘লোকেরা বলে, আবূ হুরায়রা (রা.) বহু হাদীছ বর্ণনা করেন; অথচ রাসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের কয়েকদিন মাত্র পূর্বেই তিনি মদীনায় আসেন’।

(অর্থাৎ, বুঝা গেল এই কারণেই লোকেরা এমন কৈফয়ত তুলেছিল যে, তাহলে এত সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে এত হাদীস তিনি বর্ণনা করলেন কিভাবে অর্থাৎ এত হাদীস জানলেন কিভাবে?)

এবার হযরত আবু হুরায়রা রা. নিজেই এর জবাব দিয়ে বলছেন যে,

‘আমি যখন মদীনায় আসি, তখন আমার বয়স ছিল ত্রিশ বছরের কিছু বেশি। অতঃপর রাসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। তাঁর সাথে বেগমদের মহল পর্যন্ত যেতাম, তাঁর খেদমত করতাম, তাঁর সঙ্গে লড়াই-জিহাদে শরীক হতাম, তাঁর সঙ্গে হজ্জে গমন করতাম। এ কারণে আমি অপরের তুলনায় অধিক হাদীছ জানতে পেরেছি। আল্লাহর শপথ! আমার পূর্বে যেসব লোক রাসূল (ﷺ)-এর সাহচর্যে এসেছিলেন, তাঁরাও রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে আমার সবসময় উপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করতেন এবং আমার কাছে তাঁরা হাদীস জিজ্ঞেস করতেন। ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(আল ইসাবাহ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং-২০৬)

আল্লাহু আকবার! দেখলেনতো সবাই?

এছাড়া লোকেরা আরো বলে,

মুহাজির ও আনসারদের কী হলো যে তারা আবু হুরায়রার মতো এত হাদিস বর্ণনা করে না?

তখন তার জবাবে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলতেন,

إن إخوتن من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بلأسواق وكنت ألزم رسول الله ﷺ على ملاء بطني فاشهد إذا غابوا واحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الانصار عمل أموالهم وكنت إمراء مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسونينسون

'আমার মুহাজির ভাইগণ অধিকাংশ সময়ে বাজারে ব্যবসায়ের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে লেগে থাকতাম। বাইরে আমার কোন ব্যস্ততাই ছিল না। ফলে তাঁরা যখন রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম। তাঁরা ভুলে গেলে আমি তা স্মরণ রাখতাম। অপরদিকে আমার আনছার ভাইগণ তাঁদের ধন-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু আমি ছিলাম ছুফফার একজন মিসকীন ও গরীব ব্যক্তি। ফলে তাঁরা কোন বিষয় ভুলে গেলেও আমি তা স্মরণ রাখতাম'। (দেখুন- সহীহুল বুখারী, অধ্যায়- কিতাবুল বুয়ু (ক্রয়-বিক্রয়), হাদীস নং- ১৯১৯, আন্তর্জাতিক নং- ২০৪৭)

সুবহানাল্লাহ!

তো সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এখন নিশ্চয় আপনারা উত্তর পেয়েছেন আশা করি। কেন লোকেরা এমন কথা বলাবলি করেছিল?

মূলত, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.) এর সাথে সবসময় থাকতেন বিধায়, তিনি এমন অসংখ্য হাদীস তাঁর থেকে শুনতে পেরেছিলেন, যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রা.ও শুনেন নি!

যেমনটা স্বয়ং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)-ও উল্লেখ করেছেন,

لا شك إن أبا هريرة سمع من رسول الله ﷺ ما لم نسمع

'আবূ হুরায়রা রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে এত হাদীছ শুনেছেন, যা আমরা শুনতে পারিনি; এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না'।

(আল ইসাবাহ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং- ২০৬)

অপর আরো এক সূত্রে আরো বিস্তারিত এসেছে যে,

ইমাম হাকিম রহ. তার "আল মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেন,

আবূ আমের বলেন, আমি ত্বালহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, 'হে আবূ মুহাম্মাদ! আবূ হুরায়রা রাসূল (ﷺ)-এর হাদীছের বড় হাফেয, না তোমরা, তা আজ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম না'। তখন আবূ ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তিনি (আবূ হুরায়রা) এমন অনেক কথাই জানেন, যা আমাদের জ্ঞান বহির্ভূত। এর কারণ এই যে, আমরা বিত্ত-সম্পত্তিশালী লোক ছিলাম, আমাদের ঘর-বাড়ি ও স্ত্রী-পরিজন ছিল, আমরা তা নিয়েই অধিক সময় মশগুল থাকতাম। শুধু সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে রাসূল (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত থেকে আপন-আপন কাজে চলে যেতাম। আর আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মিসকীন ছিলেন। তাঁর কোন জায়গা-জমি ও পরিবার-পরিজন ছিল না। এই কারণে তিনি রাসূল (ﷺ)-এর হাতে হাত দিয়ে তাঁর সঙ্গে লেগে থাকতেন। আমাদের সকলেরই বিশ্বাস, তিনি আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস শুনতে পেয়েছেন। তিনি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট না শুনে কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদের কেউই তাঁর উপর এই দোষারোপ করেনি'।

(আল-মুসাতাদরাকে হাকিম, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা নং- ৫০৯)

আল্লাহু আকবার!

এমনকি উম্মুল মু'মিনিন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-ও একবার তাঁকে (আবু হুরায়রাকে) ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী রকমের হাদীছ বর্ণনা করছ? অথচ আমি রাসূল (ﷺ)-এর যেসব কাজ দেখেছি ও যেসব কথা শুনেছি, তুমিও তাই শুনেছ?’ এর জওয়াবে আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, ‘আম্মা! আপনি তো রাসূল (ﷺ)-এর জন্য সাজ-সজ্জার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। আর আল্লাহর শপথ! রাসূল (ﷺ)-এর দিক থেকে কোন জিনিসই আমার দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরাতে পারত না’।

(আল ইসাবাহ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং- ২০৩)

সুবহানাল্লাহ!

এই যেন একের পর এক চমক!

এখানেই শেষ নয়।

আরো দেখুন-

আরো একজন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রা.)-ও আবূ হুরায়রা (রা.)-কে লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন,

أنت كنت ألزمنا لرسول الله ﷺ أحفظنا لحديثه

‘তুমি আমাদের অপেক্ষা রাসূল (ﷺ)-এর সাহচর্যে বেশ লেগে থাকতে এবং এ কারণে তাঁর হাদীস তুমি আমাদের অপেক্ষা অধিক জানতে ও মুখস্থ করতে পেরেছ’।

ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, ‘উমর ফারুক (রা.)ও আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে একদিন এ কথাই বলেছিলেন’।

উবায় ইবনু কা‘ব (রা.) বলেন,

إن أبا هريرة كان جريئا على أن يسئال رسول الله ﷺ عن أشياء لايسئال عنها غيره

'আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূল (ﷺ)-এর নিকট প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে বড় সাহসী ছিলেন। তিনি এমন সব বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, যে বিষয়ে অপর কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করতেন না'।

(দেখুন আল ইসাবা গ্রন্থ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং-২০৩)

সুবহানাল্লাহ!

দেখলেনতো পাঠকবৃন্দ?

সুতরাং, এই কারণেই লোকেরা কেবল হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকেই সেই সকল হাদীস শুনতে পাওয়ায়, সন্দেহের ছলে বলাবলি করতো যে, তিনি কিভাবে এত সব জানলেন? যেখানে অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামগণ জানতে পারলেন না?

এই হলো তাদের সন্দেহ।

যার জবাব বরাবরই হযরত আবু হুরায়রা রা. প্রতিবারই দিয়ে যেতেন তাদের। এমনকি তাদের বলতেন-

আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর কিতাবের এ দুটি আয়াত না থাকত, তবে আমি কখনো তোমাদের নিকট কোনো হাদিস বর্ণনা করতাম না। (তা এই) 'নিশ্চয়ই যারা আমার নাজিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি ও হিদায়াতকে গোপন করে, যদিও আমি কিতাবে তা মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি, তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন এবং অন্য লানতকারীরাও লানত বর্ষণ করে।'

সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৯-১৬০

(দেখুন সহীহুল বুখারী, অধ্যায়- কিতাবুল বুয়ু (ক্রয়-বিক্রয়), হাদীস নং- ১৯১৯, আন্তর্জাতিক নং- ২০৪৭, উক্ত হাদীসের শেষাংশ)

সুবহানাল্লাহ!
অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ইলম গোপনের শাস্তির ভয়ে সেই হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন, যদিও লোকেরা এই নিয়ে সমালোচনা করতো। কিন্তু তারপরও তিনি এমন অসংখ্য হাদীস তাদের নিকট বর্ণনা করেননি, যেগুলো তারা অস্বীকার করে বসতো। আর তাকে মিথ্যাবাদী বলে আঘাত পর্যন্ত করতো।
যেটাই মূলত ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর "আল মুসনাদ"-গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজিদ ইবনে আসাম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) কে বলা হলো, "আপনি অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অনেক বেশি"। তখন তিনি (আবু হুরায়রা রা.) বললেন, "যদি আমি তোমাদের সবকিছুই বলতাম, যা আমি নবী (সা.) থেকে শুনেছি, তবে তোমরা আমাকে পাথর ও মাটি দিয়ে মারতে, আর আমার সাথে বসতে পারতে না"।
(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড- ১৬, পৃষ্ঠা- ৫৬৩, হাদীস নং- ১০৯৫৯)
এই যে, সেই হাদীস!
এবার বুঝতে পেরেছেনতো এর ব্যাখা?
অতএব, হযরত আবু হুরায়রা রা. এই হাদীসে স্পষ্ট জানান দিলেন যে, যদিও তিনি লোকদের নিকট অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন সমালোচনা হজম করেও, কিন্তু তারপরও তিনি এমন অনেক হাদীসই তাদের নিকট প্রকাশ করেননি!
যেগুলো বর্ণনা করার কারণে
তাকে তারা এবার কথায় নয় পাথর দিয়ে আঘাত করতো! তার সাথে বসতে পারতো না!
যেগুলোই ছিল মূলত সেই গোপন ব্যাগের হাদীস!

কেননা সেগুলো যদি শরিয়তের আহকাম সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান তথা হাদীস হতো, তাহলে সেগুলো গোপন করা তার জন্য কখনোই জায়েজ হতো না। আর তা তিনি কখনোই গোপন করতেন না। যা অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

যেমন- ইবনে মনির রহ. বলেন এই হাদীসকেই শিয়াদের বাতেনী ফেরকারা দলিল হিসেবে পেশ করে যে শরীয়তের দুটো দিক একটা হল বাহ্যিক আরেকটা অভ্যন্তরীণ। অভ্যন্তরীণ দিক তারা উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের গোপন বিষয় সমূহ স্পষ্ট করা।

তিনি বলেন বরং এখানে উদ্দেশ্য হল যে আবু হুরায়রা (রা.) যদি জালিমদের কার্যক্রম এবং তাদের গোমরাহী সম্বলিত হাদিস গুলো বর্ণনা করেন তাহলে এই জালিমরা তাকে হত্যা করবে।

এর একটা দলিল হল যে তিনি যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেননি সেগুলো যদি শরীয়তের আহকাম সম্পর্কিত হাদিস হতো তাহলে ওগুলোকে গোপন করা তার জন্য জায়েয হতো না কেননা তিনি আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যেখানে শরীয়তের জ্ঞান যে গোপন করে তার নিন্দা করা হয়েছে।

(দেখুন- ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং: ২১৬-২১৭)

অতএব, এখানে সেই সকল হাদীসগুলো শরীয়ত সম্পর্কিত ছিল না। কেননা তিনি নিজেই সেই ইলম গোপন কারীর শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতদ্বয় পাঠ করে বলেছিলেন যে,

এই দুইটি আয়াত যদি নাযিল না হতো,

তাহলে তিনি কখনো তাদের নিকট কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন না। যেমনটা ইবনে মুনীর রহ.ও ব্যক্ত করেছেন।

অতএব, বুঝা গেল, এগুলো শরীয়ত সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান তথা হাদীস ছিল না। বরং তা ছিল সেই ভবিষ্যৎ সংবলিত হাদীস, যা গোটা শেষ জামানার চিত্র, ভয়ঙ্কর ফিতনা-ফাসাদের বর্ণনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ আর কিয়ামতের এমন সব ভয়ঙ্কর আলামতসমূহ, যা কেবল তিনিই রাসূল (সা.) হতে জানতেন, অন্য কেউ জানতেন না!

যেটাই ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, "আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে (সেই গোপন পাত্রের ইলম দ্বারা) কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো প্রচার করা হলে এই সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট তা বর্ণনা করেননি।"

(ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং: ২১৬-২১৭)

সুবহানাল্লাহ! শুধু তিনি নয়,

আরো একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, ভারতীয় উপমহাদেশের ইলম জগতের এক উজ্জল নক্ষত্র, হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী রহ.ও তাঁর প্রখ্যাত মিশকাতুল মাসাবীহ এর ব্যাখাগ্রন্থ "মির'আতুল মাফাতীহ"- এ সেই রহস্যময়ী গোপন ব্যাগের সম্পর্কে অনুরূপ ব্যাখা উল্লেখ করে বলেন যে-

যেই পাত্রের ইলম তিনি ছড়ান নি- অর্থাৎ বিভিন্ন ফিতনা-বিপর্যয়, যুদ্ধ-মহাযুদ্ধের সংবাদ সমূহ। শেষ জামানায় অবস্থার পরিবর্তন।

কুরাইশের নির্বোধ বালকদের হাতে দ্বীনের ফাছাদ (ইসলাম ধর্মের মধ্যে বিকৃতি সাধন করা) সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যা অবহিত

করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রা:) বলতেন: যদি আমি চাই তাহলে তাদের নাম বলে দিতে পারবো।
(১ম অংশ)
(দেখুন- মির'আতুল মাফাতীহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৭)

সুবহানাল্লাহ!
অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, ব্যাখা একেবারে দিনের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট।
আশা করি, এবার আপনারা সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।
মূলত এই ছিল সেই গোপন ব্যাগের অন্যতম মূল রহস্য, যা গোটা শেষ জামানাকেই ধারণ করে আছে!

এবার হয়তো অনেকের মনে আরো একটি প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে,
তাহলে কি তিনি কারো কাছেই বর্ণনা করেননি?
এমনকি নিজ সাথী ভাই তথা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কাছেও?

উত্তর- আসলেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন।
তবে যদিও এই মর্মে সরাসরি তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি আদৌ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তা বর্ণনা করেছেন, কি করেননি।
কিন্তু, হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী রহ. এর সেই "মির'আতুল মাফাতীহ" গ্রন্থেই এমন এক বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া যায়,
যাতে উল্লেখ রয়েছে যে,

অন্য কেউ বলেছেন- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের নিকট তা প্রচার করেননি।
(দেখুন- মির'আতুল মাফাতীহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৭)
সুবহানাল্লাহ!
লক্ষ করুন, এখানে বলা আছে,
তিনি বিশেষ ব্যাক্তি ছাড়া সাধারণ কারো কাছে সেইসমস্ত হাদীস প্রচার করেননি!
যা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনি সেই সমস্ত হাদীস, তাঁর বিশ্বস্ত কারো নিকট বর্ণনা করেছিলেন!
অতএব,
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আশা করি এবার উত্তর পেয়েছেন আপনারা?
মূলত যারাই তাঁর বিশ্বস্ত ছিলেন, তাদের নিকটই তিনি সেই গোপন হাদীসগুলো প্রকাশ করেছিলেন।
যার মধ্যে অন্যতম মদিনার সেই সমস্ত মুহাজির ও আনসারী সাহাবায়ে কেরাম রা., যারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তার থেকে হাদীস শুনতেন।
যার স্বপক্ষে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো-
মদিনার প্রখ্যাত মুহাজির সাহাবী হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা. এর সেই উক্তি, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে-
لا شك إن أبا هريرة سمع من رسول الله ﷺ ما لم نسمع
‘আবূ হুরায়রা রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে এত হাদীছ শুনেছেন, যা আমরা শুনতে পারিনি; এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না’।
(আল ইসাবাহ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং- ২০৬)
এছাড়া, আমরা দেখেছিলাম যে,

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উমর রা. এবং ইবনে উমর রা.ও হযরত আবু হুরায়রা রা. কে বলেছিলেন যে,

'তুমি আমাদের অপেক্ষা রাসূল (ﷺ)-এর সাহচর্যে বেশ লেগে থাকতে এবং এ কারণে তাঁর হাদীস তুমি আমাদের অপেক্ষা অধিক জানতে ও মুখস্থ করতে পেরেছ'।

(দেখুন আল ইসাবা গ্রন্থ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং-২০৩)

যা থেকেও স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে,

তাঁরা হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে সেইসমস্ত বিরল হাদীসগুলো শুনতে পেরেছিলেন বিধায় ঐরূপ মন্তব্য করেছিলেন যে,

তিনি রাসূল (সা.) থেকে এমন অধিক হাদীস শুনতে পেরেছিলেন, যা তাঁরা পারেননি।

তবে উল্লেখ্য যে, সবাই তার থেকে হাদীস শুনতে পারতেন না।

যেহেতু আমরা পূর্বেই দেখেছিলাম যে,

অনেক মুহাজির ও আনসারী সাহবী রা. নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ত থাকতেন,

ফলে তারা রাসূল (সা.) এর দরবারে সবসময় উপস্থিত থাকতে পারতেন না।

তাই তাদের অনেকে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর থেকেও সেইসকল হাদীস শুনার সময় পেতেন না।

যার দরুন খুবই কম সংখ্যক সাহাবী রা. সেই সকল হাদীস জানতে পারতেন, যারা হযরত আবু হুরায়রা রা. এর থেকে হাদীস শুনতেন ও বর্ণনা করতেন।

আবার যারা সেই সকল হাদীস জানতে পারতেন, তাদের মধ্যেও অনেকে ভুলে যেতেন।

ফলে এইসকল হাদীস খুবই কম সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হয়।

এখন হয়তো অনেকের মনে আরো একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে,
তাহলে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রা., যারা মদিনার বাইরে ছিলেন, যেমন- কুফা, ইরাক, শাম ইত্যাদি, তাঁদের কি হবে? তাঁরা কি তাহলে বঞ্চিত হয়েছিলেন এই হাদীসগুলো হতে?
আসলেই চিন্তার বিষয়! তাই না?
তবে এর উত্তর এবার আমি দিবো না।
বরং এর উত্তর নিন, সরাসরি কুফারই সেই প্রখ্যাত সাহাবী, যার উপাধিই ছিল "সাহিবুস সির" তথা গোপন রহস্যের অধিকারী!
সেই হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. এর নিজ মুখ থেকেই, যিনি স্পষ্টভাবে এই উম্মাহকে জানান দিচ্ছেন যে,
একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সেসবের বর্ণনা দিলেন। কেউ তা মনে রাখলো এবং কেউ তা ভুলে গেলো। আমার এসব সাথী তা অবহিত আছে যে, ঐ সবের কিছু ঘটলেই আমি তা এরূপ স্মরণ করতে পারি যেরূপ কেউ তার পরিচিত লোকের অনুপস্থিতিতে তার চেহারা স্মরণ রাখে। অতঃপর তাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলে।
(সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৪২৪০)
হাদীসের মান- সহীহ।
অনুরূপ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও এসেছে।
দেখুন- সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান,
হাদীস নং- ৬৯৯৯।
সুবহানাল্লাহ! কি চমক!
এবার পেলেনতো উত্তর?

আল্লাহু আকবার, এই হাদীসে স্পষ্টভাবে হুযাইফা রা. জানান দিচ্ছেন যে, একদা আল্লাহর রাসূল (সা.) এক মজলিশে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, যত ফিতনা-ফাসাদের আগমন ঘটবে তার সবকিছুই তিনি সকল সাহাবায়ে কেরামের মাঝেই বর্ণনা করেছেন!

সুবহানাল্লাহ!

যা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে,

হযরত আবু হুরায়রা রা. যেসকল হাদীস জানতেন,

যে সকল হাদীস রাসূলে কারিম সা. এর থেকে একান্তভাবে জেনে নিতেন,

সেই সকল হাদীস আল্লাহর রাসূল (সা.) একসময় সকলের মাঝেই বর্ণনা করেছিলেন!

অতএব, প্রমাণিত হয় যে, বাকি সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও সেই সকল হাদীস পৌঁছেছিল। কেউ বঞ্চিত হয়নি।

কিন্তু হুযাইফা রা. বলছেন যে,

যদিও আল্লাহর রাসূল (সা.) সবকিছু বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তার সেই বর্ণনা সকলে স্বরণ রাখতে পারেনি!

যেমনটা তিনি উক্ত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে,

কেউ মনে রাখলো আর কেউ ভুলে গেল!

যা সুনানে আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায়,

তিনি আরো বিস্মিত হয়ে বলেন যে,

আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি জানিনা আমার এই বন্ধুরা ভুলে গেছে নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছে। আল্লাহর কসম আল্লাহর রসূল (সা.) কেয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে এমন একজন ফিতনা

সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেননি। তিনি (সা.) প্রতিজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করার সময় আমাদেরকে তার নিজের নাম, তার পিতার নাম ও তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন।

(সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪২৪১;

মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং- ৫৩৯৩;)

সুবহানাল্লাহ! এই যে সেই হাদীস, যা আমরা পূর্বেও শুরুতে দেখেছিলাম একবার।

লক্ষ করুন, যদিও এই হাদীসটির সনদে কিছুটা দূর্বলতা রয়েছে, কিন্তু পূর্বোক্ত সহীহ হাদীসের ভাষ্যের সাথে উক্ত হাদীসটির ভাষ্য পুরোপুরি মিলে যায়। এই হাদীসে স্পষ্টরূপে হযরত হুযাইফা রা. বিস্মিত হয়ে বলছেন যে তার এইসকল বন্ধু তথা সাহাবায়ে কেরামগণ ভুলে গেছেন নাকি ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছেন।

তারপর তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছেন যে,

কেয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে এমন একজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেননি। তিনি (সা.) প্রতিজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করার সময় আমাদেরকে তার নিজের নাম, তার পিতার নাম ও তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন।

যা বাকি সাহাবায়ে কেরাম রা. ভুলে গিয়েছেন!

ইমাম নুয়্যাইম ইবনে হাম্মাদ রহ. এর কিতাবুল ফিতান হতেও পাওয়া যায় যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা.) আমাদের নিয়ে একটু বেলা থাকতেই আসরের নামায আদায় করেন। অতঃপর সূর্য অস্ত ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সমস্ত

কিছুই বর্ণনা করেন। তাঁর সেই ভাষণটি যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গিয়েছে।
(কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ১)
লক্ষ করুন, তিনিও বলছেন যে অনেকে ভুলে গিয়েছেন।

অতএব, সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে,
এইসকল হাদীস সেসময় খুবই কম সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রা. স্বরণ রেখেছিলেন, আর বাকিরা ভুলে গিয়েছিলেন!
ফলে তা এক প্রকার রহস্যের ন্যায় হয়ে যায়।
সেই সাথে এই দিক হতে আমরা আরো এক আবু হুরায়রার সন্ধান পেয়ে গেলাম!
সেই হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা.!
যিনি সেই সকল হাদীস স্বরণ রেখেছিলেন!
যেমনটা তিনি উল্লেখ করেছেন পূর্বোক্ত সহীহ হাদীসটিতে,
"আমার এসব সাথী তা অবহিত আছে যে, ঐ সবের কিছু ঘটলেই আমি তা এরূপ স্মরণ করতে পারি যেরূপ কেউ তার পরিচিত লোকের অনুপস্থিতিতে তার চেহারা স্মরণ রাখে। অতঃপর তাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলে।"
এইজন্য তাঁর উপাধিই হয় সাহিবুস সির তথা গোপন রহস্যের অধিকারী!
সুবহানাল্লাহ!

ইমাম নূয়্যাইম ইবনে হাম্মাদ রহ. তাঁর কিতাবুল ফিতানে
এই হুযাইফা রা. হতে এমন আরো কয়েকটি রেওয়াত এনেছেন, যা দেখলে হয়তো আপনারা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে,

তিনি আসলে হুযাইফা নন, যেন ২য় আবু হুরায়রা!!!
যেমন- কিতাবুল ফিতানে এসেছে,
হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত ফিতনা সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী অবগত। রাসূল (সা.) আমার নিকট সেই ফিতনা সম্পর্কে অনেক গোপন বিষয় আলোচনা করেছেন যা আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বর্ণনা করেননি। কিন্তু একদিন রাসূল (সা.) এক মজলিসে আগমণ করলেন। এরপর ছোট বড় বহু ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। উল্লেখ্য ঐ মজলিসে যারা উপস্থিত ছিল আমি ছাড়া প্রত্যেকেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।
(কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৩)
সুবহানাল্লাহ!
দেখলেনতো?

যদিও উক্ত বর্ণনাটির সনদ দূর্বল,
কিন্তু অনুরূপ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও এসেছে যে,
হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) বলেন, আমার ও কিয়ামত সংঘটিত হবার সময়কালের মাঝে ঘটমান ফিতনা সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। বস্তুত বিষয়টি এমন নয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যদের নিকট বর্ণনা না করে কেবল আমার নিকটই এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর এক মজলিসে আমি ছিলাম। এতে তিনি ফিতনা সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন এবং গুণে গুণে বর্ণনা করছিলেন। এগুলোর তিনটি এমন, যা কোন কিছুকেই অব্যাহতি দিবে না। এর কতকটি গ্রীষ্মের (ঝাঞ্ঝা) বায়ুর ন্যায়। আবার কতকটি ছোট এবং

কয়েকটি বড়। হুযাইফা (রা.) বলেন, মজলিসে উপস্থিত লোকদের আমি ব্যতীত অন্য সকলেই এ পৃথিবী হতে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন।

(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৬৯৯৮; আন্তর্জাতিক নং- ২৮৯১)

সুবহানাল্লাহ!

অবিকল সেই কিতাবুল ফিতানের বর্ণনা।

অতএব,

এই বর্ণনায়, তিনি স্পষ্ট বলছেন যে,

কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত ফিতনা সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশী অবগত!

আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর নিকট সেই ফিতনা সম্পর্কে অনেক গোপন বিষয় আলোচনা করেছেন যা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বর্ণনা করেননি!

যেমনটা আমরা হযরত আবু হুরায়রা রা. এর ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম যে, কেবল তিনি সেই সকল হাদীসগুলো জানতেন, অন্য কেউ জানতো না।

এরপরে তিনি বলছেন যে,

পরবর্তীতে এক মজলিশে আল্লাহর রাসূল (সা.) তা সকলের নিকটই বর্ণনা করেছিলেন।

যার মধ্যে উপস্থিত সকলেই পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেন তিনি ছাড়া!

স্বরণ করুন, কিছু পূর্বে আমরা দেখেছিলাম যে, তিনি বলেছিলেন,

কেউ ভুলে গেল কেউ মনে রাখলো।

এবার এই বর্ণনায় তিনি (হুযাইফা রা.) বলছেন যে,

তিনি বাদে উক্ত মজলিশের উপস্থিত সবাই পৃথিবী হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন!

তাহলে কি বুঝলেন? সেই সকল হাদীস যারা মনে রেখেছিলেন, তাদের মধ্যেও অনেকে পৃথিবী হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেছিলেন!

কেবল এই হুযাইফা রা.-ই সেই সকল ফিতনার হাদীস স্বরণ রেখেছিলেন। যা পূর্বে কেবল হযরত আবু হুরায়রা রা. জানতো।

আল্লাহু আকবার!

কেবল এখানেই শেষ নয়,

আরো এক হতভাগ করার মতো বর্ণনা হযরত হুযাইফা হতে পাওয়া যায়, যা সরাসরি সাক্ষ্য দেয় যে,

সেই গোপন ব্যাগের সকল হাদীসই হযরত হুযাইফা রা. এর জানা ছিল!

ইমাম ইবনে আবি শাইবাহ রহ. তাঁর "মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ" গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাটা উল্লেখ করে বলছেন যে,

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন,

لو حدثتكم ما أعلم لافترقتم على ثلاث فرق : فرقة تقاتلني ، وفرقة لا تنصرني ، وفرقة تكذبني

আমি যদি তোমাদের বলি যা আমি জানি, তবে তোমরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক ভাগ আমাকে কতল করবে। এক ভাগ আমাকে কোনো সাহায্য করবে না।

আর এক ভাগ আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- ৩৬৪৭০)

হাদীসটির মান- সনদ মুরসাল।

আল্লাহু আকবার!

দেখলেনতো আপনারা?

এই যেন আবু হুরায়রার (রা.) সেই কথারই পুনঃউচ্চারণ!

যা আমরা পূর্বে দেখেছিলাম যে,
এরূপই হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছিলেন যে,
তার খাদ্যনালী কেটে দেওয়া হবে, তাকে পাথর মারবে।
তার সাথে বসতে পারবে না।
ঠিক যেমনটা এখানেও হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা.ও বলছেন যে, তিনি যা জানেন তথা এমন সব হাদীস, তা যদি বর্ণনা করেন, তাহলে তার সাথে থাকা লোকজন ৩ ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। যেখানে এক ভাগ তাকে কতল করবে! এক ভাগ মিথ্যাবাদী বলবে! এক ভাগ কোনো সাহায্য করবে না!
আল্লাহু আকবার! যেন সেই রহস্যময়ী গোপন ব্যাগের আরো এক জলন্ত প্রতিচ্ছবি!

শুধু তাই নয়, ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ রহ.ও তাঁর কিতাবুল ফিতানে এমন বর্ণনা উল্লেখ করেন যে,
لو حدثتكم بكل ما أعلم ما رقبتم
بي الليل

যাবতীয় ফিতনা ফাসাদ সম্পর্কে আমি যা জানি, সেগুলো যদি তোমাদেরকে বয়ান করি তাহলে তোমরা আমার সাথে ঘুমিয়ে রাত কাটাতে পারবে না। (ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ রহ. এর সংকলিত কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১৮)

সুবহানাল্লাহ!
লক্ষ করুন,

যদিও হাদীসটির সনদে একজন রাবী সাঈদ ইবনে সিনান রয়েছে, যার ব্যাপারে কতিপয় ইমাম জালকরণের ও মুনকার রাবী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ব্যাক্তিগতভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ এর উক্ত হাদীসের সাথে এই হাদীসটির মতন পুরোপুরি মিলে যায়।

যেখানে হযরত হুযাইফা রা. বলেছেন যে,
আমি যা জানি, তা যদি তোমাদের বর্ণনা করি,
তাহলে তোমরা ৩ ভাগ হয়ে যাবে।
এক ভাগ আমাকে কতল করবে।
এক ভাগ মিথ্যাবাদী বলবে।
এক ভাগ কোনো সাহায্য করবে না।
(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৩৬৪৭০)

যা কিতাবুল ফিতানের উক্ত হাদীসটির মতনকে সমর্থিত করে।
এছাড়া, কিতাবুল ফিতানের ৩ নং হাদীসটিও এর স্বপক্ষে সমর্থন জোগায়। যা আমরা কিছু পূর্বে উল্লেখ করেছি।
অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,
এই ছিল গোপন ব্যাগের মূল রহস্য।
মূলত আল্লাহর রাসূল (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, শেষ জামানায় যা কিছু হবে,
তার সবকিছুই এক মজলিসে সকলের নিকট বর্ণনা করেছিলেন।

কিন্তু এক পর্যায়ে তাঁর সেইসকল বর্ণনাগুলো খুবই কম সংখ্যক বাদে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম রা. ভুলে গিয়েছিলেন।

আবার কেউ কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। যেমনটা কিতাবুল ফিতানে হযরত হুযাইফা রা. এর বর্ণনায় আমরা দেখেছি।

ফলস্বরূপ কেবল খুবই অল্প সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রা. সেই সকল হাদীসগুলো ধারণ করেন।

যাদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন এই দুই মহান সাহবী হযরত আবু হুরায়রা রা. এবং হুযাইফা রা.,

যারা সেই সকল হাদীস সর্বাধিক স্বরণ রেখেছিলেন অন্যদের তুলনায়।

তাই এই গোপন ব্যাগ রহস্যের আবির্ভাব।

এখন যেহেতু এইসকল হাদীস খুবই কম সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রা. জানতেন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, এই সকল হাদীস অঞ্চলভেদে খুবই কম পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য হাদীসগুলোর তুলনায়।

এমনকি হতে পারে, যারা ভুলে গিয়েছিলেন, তাদের অঞ্চলের মানুষের নিকটই তা পৌঁছায়নি।

ফলে যারা হাদীস সংগ্রহ করেছেন ইমামগণের মধ্যে, তাদের অনেকে এসব হাদীস পাননি, বা তাদের নিকট পৌঁছায়নি।

অপরদিকে যারা পেয়েছিলেন, হতে পারে তাদের অনেকের নিকট এইসকল হাদীস অন্যান্য যারা (যেমন- ছাত্রগণ, তাবেঈগণ, তাবে-তাবেঈগণ) বর্ণনা করেছিলেন, রাবীগনের অবস্থাভেদে সনদগত কোনো প্রকার দুর্বলতা চলে আসায় তা গ্রহণ করেননি।

আবার যেহেতু হযরত আবু হুরায়রা রা. ও হুযাইফা রা. সেইসকল হাদীস জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ্যে বর্ণনা করেননি, বিশ্বস্ত কাউকে ছাড়া।
সেহেতু তা থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,
পরবর্তীতে তাদের ছাত্রগণ কিংবা অন্য কেউ তাদের সূত্রে বর্ণনা করলে, তা সনদগত কিংবা অন্য কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হলে, পরবর্তী মুহদ্দিসগণের নিকট তা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।
ফলে এভাবে এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো অধিকাংশ হাদীসের কিতাবে আসেনি।
অতএব, সবকিছু মিলিয়ে যা দাড়াচ্ছে তা হলো এই- হাদীসগুলো খুবই দুর্লভ।
যেহেতু তা খুবই কম সংখ্যক সূত্রে বিদ্যমান।
তাই এগুলো সহীহ সনদে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।
এমনকি খুবই দুর্বল সনদেও বিদ্যমান হতে পারে।
যার দরুন তা সিহাহ সিত্তাহ কিতাব বাদেও পরিচিত অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও আসেনি।
যার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো এই হাদীস-

হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) বলেন,
ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদির আবির্ভাব ঘটবেনা
যতক্ষণ পর্যন্ত (বিশ্বের) এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে, এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করবে এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকবে।
(আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, হাদিস নং-৫৫২)
হাদিসের মান: মাওকূফ, সনদ- দুর্বল।
আল্লাহু আকবার!!!

কি আশ্চর্যজনক হাদীস!
দেখলেনতো?
তাহলে এবার বলুন, এই হাদীস কি সহীহ বুখারীতে আছে? না সহীহ মুসলিমে আছে? না আবু দাউদে আছে?
না নাসায়ীতে আছে? না ইবনে মাজাহ তে আছে? না তিরমিযী আছে?
এমনকি মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, তাবারানী, আরো যা হাদীস গ্রন্থ, যা আপনারা চিনেন-জানেন, না সেখানে আছে?
কোথাও নাই!!!!
কিন্তু কোথায় আসলো?
এক অচেনা নাম, যা অনেকে পূর্বে চিনতেন না!
ইমাম আবু আমর উসমান আদ দানী রহ. এর আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতানে!!!
আল্লাহু আকবার!
আর সনদ দেখেন- মাওকূফ দইফ
তথা সাহাবীর বর্ণনা, সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে,
কিন্তু দূর্বল!
অতএব, এবার আমি তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই,
যারা বলেন সিহাহ সিত্তাহ কিতাব থেকে দেখান।
সিহাহ সিত্তাহ কিতাব ছাড়া গ্রহণ করতে চান না।
এমনকি জাল বলেও ফতূয়া ছেড়ে দেন।
কই এবার আপনাদের অভিমত কি?
এবারতো এমন এক হাদীস আপনাদের দেখালাম,
যেটা সিহাহ সিত্তাহ কিতাব তো দূরের কথা,

আপনাদের চেনা-জানা যত হাদিসগ্রন্থ রয়েছে, সেখানেও কোথাও নাই।
তাহলে এবার ফতূয়া দেন জাল?
আপনাদের সামনে এর সনদও উল্লেখ করেদিলাম,
এই নিন সনদ-

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا نَصْرٌ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلامٍ الشَّامِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ ، عَنْ كَيْسَانَ الرُّؤَاسِيِّ ، حَدَّثَنِي مَوْلايَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : " لا يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ حَتَّى يُقْتَلَ ثُلُثٌ ، وَيَمُوتَ ثُلُثٌ ، وَيَبْقَى ثُلُثٌ "

এবার তাহকীক করে জাল প্রমাণ করেন।
আপনারা না সিহাহ সিত্তাহ কিতাবে না পেলে জাল বলতে উস্তাদ? তাহলে এই হাদীস কেন জাল হলো না?
এই হাদীসের ব্যাপারে কেন চুপ রইলেন এবার?
আসলে বলবেন কিভাবে?
এই হাদীসইতো আপনাদের সকল দাবি মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে। আপনাদের মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে।
শুধু এটি কেন, এরকম আরো শতশত হাদীস রয়েছে,
যা সরাসরি সাক্ষ্য দেয় যে,
আল্লাহর রাসূল (সা.) এর হাদীস কোনো সুনির্দিষ্ট হাদীসের কিতাবের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়!
হোক তা সিত্তাহ কিতাব বা অন্য কিছু।
এবার লক্ষ করুন, উক্ত হাদীসটিতে বলা আছে-
হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) বলেন,

ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদির আবির্ভাব ঘটবেনা,
যতক্ষণ পর্যন্ত (বিশ্বের) এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে, এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করবে এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকবে।
সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর বর্ণনা!

অর্থাৎ, ইমাম মাহদীর পূর্বে বিশ্বব্যাপী এমন একটি যুদ্ধ হবে, যার দরুন এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে তথা যুদ্ধের অস্ত্রাগাতের কারণে এবং এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করবে।
যা সুস্পষ্টরূপে সরাসরি সেই ৩য় বিশ্ব যুদ্ধকে নির্দেশ করছে!
আল্লাহু আকবার!
এই যেন সাক্ষাৎ গোপন ব্যাগের প্রতিচ্ছবি!
হয়তো এখন যারা অজুহাতে বিশ্বাসী, তারা একটি অজুহাত দেখাতে চাইবেন যে,
এই হাদীসের সনদ তো দূর্বল।
তাহলে এটা নিয়ে এত মাতামাতি করার কি আছে?
যারা এমনটা ভাবছেন, তাদেরকেই বলছি,
তাহলে এই বর্ণনার ব্যাপারে আপনাদের রায় কি?-
মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ও আবু বাসীর থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, আবু আব্দুল্লাহ (হযরত জাফর সাদিক রহ.) বলেছেন, (ততক্ষণ পর্যন্ত) এই ঘটনা (ইমাম মাহদীর আবির্ভাব) ঘটবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস হয়।
তখন তারা (রাবী মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ও আবু বাসীর) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কারা অক্ষত থাকবে?

উত্তরে তিনি (হযরত জাফর সাদিক রহ.) বলেন, তোমরা কি এক তৃতীয়াংশ এর মধ্যে অবশিষ্ট থাকতে চাও না?

(কিতাবুল গাইবাত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ৩৬১, হাদীস নং: ২৮৬)

এখন বলেন আপনাদের অভিমত কি?

এই বর্ণনাতো সরাসরি আপনাদের সেই প্রচেষ্টাকে ব্যহত করে দিচ্ছে।

দেখুন চোখ খুলে! কি অবিকল বর্ণনা!

সেই জাফর আস সাদিক রহ. এর বর্ণনা! যিনি রসূল (সা.) এর বংশধর! যার পিতা হলেন, মুহাম্মাদ বাকির রহ. যিনি হযরত আলী ইবনে হুসাইন রহ. এর পূত্র! তথা ইমাম হুসাইন রা. এর দৌহিত্র!

তাহলে এখন কি বলবেন?

কিভাবে শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন?

এই বর্ণনাতো সরাসরি জ্বলন্তরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উল্লিখিত ঐ হাদীসটি হযরত আলী (রা.) থেকেই বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ, তার সনদ হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। নতুবা তার বংশধরের মাঝেই কিভাবে এমন অবিকল বর্ণনা বর্ণিত হলো?

প্রশ্ন রাখলাম আপনাদের কাছে।

আশা করি উত্তর দিবেন।

উত্তর খুঁজে না পেয়ে আবার বলিয়েন না যে,

আপনিতো শিয়াদের কিতাব থেকে রেফেরেন্সে দিয়েছেন! এটাতো শিয়াদের কিতাব!

হ্যাঁ, এটা শাইখ তুসী নামে এক শিয়া স্কলারের লিখিত কিতাব।

কিন্তু উক্ত হাদীসটাতো আর শিয়াদের লিখিত নয়! তা হয়তো নতুন করে আর প্রমাণ করা লাগবে না, আশা করি? কেননা হযরত আলী (রা.) থেকেই

অবিকল বর্ণনা ইতোমধ্যে আপনারা দেখেছেন। তাই এটি কি শিয়াদের বানানো, না হযরত আলী (রা.) এর বর্ণনা,

তা নিশ্চয় কারোরই বুঝার বাকি থাকার কথা নয়।

আর সবচেয়ে বড় কথা,

হযরত জাফর আস সাদিক রহ. যেহেতু রসূল (সা.) এর আহলে বায়াতের সদস্য এবং হযরত আলী (রা.) এর বংশধর,

সেহেতু তিনি যে ইসনা আশারিয়া ও ইসমাইলি শিয়াদের নিকট একজন মান্যবর ব্যাক্তিত্ব হবেন, তা তো স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয়।

আপনারা তাদের ১২ ইমাম মতাবাদের তালিকায় দেখতে পাবেন, ৬ষ্ঠ ইমাম হিসেবে তারা হযরত জাফর আস সাদিক রহ. এর নাম উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ,

তাদের নিকট হযরত জাফর আস সাদিক রহ. তাদের ১২ ইমাম মতবাদ বিশ্বাস অনুযায়ী

১২ জন ইমামের একজন।

তাই তার থেকেই বর্ণিত হাদীস তাদের কিতাবে আসবেনা তো কোথায় আসবে?

কাজেই এই অজুহাতের আর কোনো ভিত্তি নেই।

আমি কেবল আপনাদের এটাই দেখানোর জন্য এটি দিয়েছি যে,

উক্ত হাদীসটি হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে বিধায় অনুরূপ বর্ণনাটা তাঁর বংশধরের মাঝেও পাওয়া গিয়েছে। নতুবা তা কিভাবে আসতো?

এটাই বুঝাতে।

এখানে শিয়াদের কিতাবের বর্ণনা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়।

আশা করি বুঝতে পেরেছেন?

অতএব,
জাফর সাদিক রহ. এর সেই বর্ণনা হতেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে,
হযরত আলী রা. পর্যন্ত উক্ত হাদীসটির সনদ পৌঁছেছে।
কিন্তু সনদে কোনো এক রাবীর দুর্বলতার কারণে সনদটি দুর্বল হয়ে যায়।
যা সুস্পষ্টরূপে সাব্যস্ত করছে যে,
হযরত আলী রা. এই বর্ণাটিই হলো সেই গোপন ব্যাগের বর্ণনা!
আর তা আরো জোরদার করে ইমাম নূয়্যাইম ইবনে হাম্মাদ রহ. এর কিতাবুল ফিতানের আরো এক বিস্ময়কর বর্ণনা!
যাতে উল্লেখ রয়েছে যে,
মির ইবনে হুবাইশ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী (রা.) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা আমার কাছে জানতে চাও, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলে,আমি তাদের সেনাপ্রধান, পরিচালনাকারী এবং আহ্বানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারব। তোমাদের এবং কিয়ামতের মাঝখানে যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু পরিস্কারভাবে বলতে পারব।
(কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৪৫)
আল্লাহু আকবার!
এই বর্ণনায় হযরত আলী রা. সুস্পষ্ট করে বলছেন যে,
কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তাদের সেনাপ্রধান, পরিচালনাকারী এবং আহ্বানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারবেন!
কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে, সবকিছু পরিষ্কারভাবে বলতে পারবেন!!!
তাহলে বুঝার কি আর কিছু বাকি থাকে?

এই বর্ণনা হতেই সুস্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, হযরত আলী রা.ও সেই সাহাবায়ে কেরামের একজন, যারা সেই গোপন ব্যাগের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন!
রাসূল (সা.) সেই বিস্ময়কর হাদীসগুলো ধারণ করেছিলেন।

সুতরাং, এই মহা রহস্য হতে তাদের জন্য এক বড় শিক্ষা রয়েছে,
যারা এতদিন ধরে কেবল সিহাহ সিত্তাহ কিতাব কিংবা সহীহ সনদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলেন।
এই রহস্যটি আমাদেরকে সুস্পষ্টরূপে জানান দিল যে,
শেষ জামানার ঘটনাপ্রবাহ ও কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত হাদীসগুলোর সনদ সবসময় সহীহ পাওয়া যাবে না। বরং অধিকাংশ দুর্বল কিংবা খুবই দুর্বল হবে। যার দরুন সিহাহ সিত্তাহ কিংবা অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদীসের কিতাবেই তা পাওয়া দুষ্কর।
বরং তা এমন সব কিতাবে পাওয়া যাবে, যা বর্তমানে প্রায় অপরিচিত কিংবা দূর্বল অবস্থায় পড়ে আছে।
যারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ হলো- হযরত আলী রা. এর সেই বর্ণনা, যা ঠিকই অনেকের মাঝে অপরিচিত এক গ্রন্থ্ আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতানে এসেছে!
যেখানে সহীহ-যইফ এমনকি মুনকার মাতরুক, মাউযু ইত্যাদি সকল ধরনের হাদীসের সমাহার ঘটেছে!
যা একসময় অনেকের নিকট তেমন পরিচিত ছিল না।
ফলে তা এক প্রকার অবহেলিত অবস্থায় পড়ে ছিল।
কিন্তু সেই কিতাবগুলোতেই দেখা যায় এই মহা রহস্যকে ধারণ করতে!

যার জ্বলন্ত প্রমাণ আপনারা স্বচক্ষে দেখলেনই।

শুধু এই কয়েকটি নয়,

এমন বহু হাদীসের কিতাব রয়েছে। যা বর্তমানে প্রায় অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে।

যার দরুন আজ এই শেষ জামানা ও ফিতনা-মালহামার হাদীসগুলো আমাদের মাঝে রহস্য হয়ে গিয়েছে।

কেবল সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের কয়েকটি সহীহ হাদীসের মাঝে আমরা এগুলোকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি।

অথচ, হযরত আলী রা. এর সেই বর্ণনা আমাদের আজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে,

শেষ জামানা সংক্রান্ত সকল হাদীস সিহাহ সিত্তাহ কিংবা অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদীসের কিতাবে আসেনি।

বরং তা এমন সব কিতাবে এসেছে, যেগুলোরই কোনো অধ্যয়ন-চর্চা বর্তমান আলেম সমাজের মাঝে নেই।

এছাড়া বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আসেম উমর রহ.ও তাঁর প্রখ্যাত “বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ওর দাজ্জাল” গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সেই গোপন ব্যাগের প্রসঙ্গে আলোচনাকালে উল্লেখ করেন-

(গোপন ব্যাগের) এই হাদীসগুলোকে হযরত আবু হুরায়রা রা. লিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু কিতাবটির কোনো হদিস পরবর্তীতে পাওয়া যায়নি। যদিও ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত বড় বড় কিতাবাদি সালফে সালেহীন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

যেমন-

ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী কর্তৃক রচিত السنة والفتن,

নুআইম বিন হাম্মাদ কর্তৃক রচিত الفتن,

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন শাইবা কর্তৃক রচিত الفتن,

খলীল বিন ইসহাক কর্তৃক রচিত الفتن,

আবু আমর দানী কর্তৃক রচিত السنن الواردة في الفتن,

আল্লামা কুরতুবী কর্তৃক রচিত التذكرة,

হাফেয ইবনে কাছীর

রহ. কর্তৃক রচিত النهاية في الفتن والملاحم

এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. কর্তৃক রচিত

الحصر والإشاعة في أشراط الساعة

العرف الوردي في أخبار المهدي

উল্লেখযোগ্য।

দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাদীর সংখ্যা বাইশটিরও উপরে (মাওলানা আসেম উমর রহ. এর রচিত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও দাজ্জাল, পৃষ্ঠা নং- ১৪৭)

সুবহানাল্লাহ! দেখলেনতো সবাই?

সবাই যে একেবারে গাফেল থাকবে, তা কখনো সত্য নয়।

তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ- হযরত মাওলানা আসেম উমর রহ.!

দেখলেনতো এবার, ইমাম আবু আমর উসমান আদ দানী রহ. এর কথা?

তারপর, উল্লেখযোগ্য কত কিতাবের নাম?

এখানে হযরত মাওলানা আসেম উমর রহ. আরো এক বিস্ময়কর তথ্য দিলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রা. সেই গোপন ব্যাগের হাদীসগুলোকে কিতাব আকারে লিখে নিয়েছিলেন! যা পরবর্তীতে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সেই সাথে তিনি উল্লেখ করলেন, যদিও ঐ কিতাবটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু অধিকাংশ ইমামগণ সেইসমস্ত ভবিষ্যত সংবলিত হাদীসগুলো সংকলন করেছিলেন।

যা কিনা দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই সম্পর্কিত কিতাবের সংখ্যা বাইশটিরও উপরে! সুবহানাল্লাহ!

সেই শেষ জামানা ও ফিতনা সংক্রান্ত কিতাবের সংখ্যা

দশম শতাব্দী পর্যন্ত ২২ টির অধিক!

তাহলে এবার আমি তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, যারা সিহাহ সিত্তাহ কিতাব নিয়ে পড়ে আছেন,

এখানেতো প্রমাণসহ বলা আছে যে,

দশম শতাব্দী পর্যন্ত শেষ জামানা ও ফিতনা সংক্রান্ত ২২ টির অধিক কিতাব রচিত হয়েছে।

তাহলে এখন আপনাদের অভিমত কি?

কয়টি কিতাব পড়েছেন আপনারা?

খুবতো সিহাহ সিত্তাহ, সিহাহ সিত্তাহ করে চিল্লাতেন।

এখনতো প্রমাণ আপনার নিকট উপস্থিত।

এবার কিভাবে অস্বীকার করবেন?

অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

এই ছিল উপসংহার।

মূলত যেসমস্ত ইমাম-উলামায়ে কেরামগণ এই গোপন ব্যাগের রহস্যের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন, তারাই সনদের বিষয়টাকে শিথিলতার সাথে বিবেচনা করে এই ফিতনা-মালহামার হাদীসগুলোকে গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই আজ আমরা সেই সকল হাদীস কেবল শেষ জামানা সংক্রান্ত বিষয়ক কিতাবাদিতে

দেখতে পারছি। নতুবা এই হাদীসগুলোর সন্ধান কখনোই পাওয়া যেত না। আর এই রহস্যেরও হদিস কখনো থাকতো না।

তাই আসুন, সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কিতাবের মাঝে আর সীমাবদ্ধ না থেকে, সেই অবহেলিত গ্রন্থগুলোকে কাছে টেনে নিই আর উম্মাহকে এই বিষয়ে অবহিত করি।

তো এবার রহস্য জানা শেষ আশা করি?

তাহলে আর দেরি কিসের?

চলুন এবার সেই অজানা সত্যের নিকট!

যার জন্যই এই রহস্যের আগমন!

কি সেই অজানা সত্য?

কি সেই অজানা সত্য?
জানতে নিশ্চয় সকলেই উদগ্রীব হয়ে আছেন?
তাহলে শুনুন এবার কান খুলে,
যে সত্যটিকে আজ অধিকাংশ মানুষ প্রত্যাখান করেছে, বাতিল বলে অ্যাখা দিচ্ছে, তা আর কোনো কিছুই নয়, বরং আপনাদেরই বহুল পরিচিত সেই ব্যাক্তিত্ব, যাকে আপনারাই "কথিত" বলে প্রচার করে থাকেন, সেই গাযওয়াতুল হিন্দের আমীর ইমাম মাহমুদ!!!
হয়তো অনেকে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছেন শুনে যে,
ইমাম মাহমুদ মানে!?
জি ঠিকই শুনেছেন। ইমাম মাহমুদ!
যাকেই আজ আপনারা অনেকে মিথ্যাবাদী, ফিতনাবাজ তকমা দিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি কেউ কেউ দাজ্জাল বলেও অ্যাখা দিতে দ্বিধাবোধ করছেন না (নাউযুবিল্লাহ)।
কিন্তু একটিবারও ভাবলেন না যে, যাকে অপবাদ দিচ্ছেন, সে কি আদৌ মিথ্যা ছিল নাকি সত্য?
সত্য হলে আপনাদের কি অবস্থা হবে এই অপবাদের জন্য?
এখন কি বুঝতে পারছেন নিজেদের ভুলগুলো কোথায়?
প্রথমত, আপনারাই বলতেন,
তার ব্যাপারে হাদীসগুলো সিহাহ সিত্তাহ কিতাবে নেই কেন?
এখন নিশ্চয় এর উত্তর পেয়েছেন। কেন নেই?
তারপর বলতেন হাদীসগুলো দুর্বল, জাল।

এখন নিশ্চয় বুঝতে পারলেন যে,
এটি আপনাদের কত বড় অজ্ঞতা আর বাড়াবাড়ি ছিল?
কেননা এই রহস্যই আজ আপনাদের নিকট জ্বলন্তরূপে সাক্ষ্য দিল যে,
শেষ জামানার ফিতনা কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত অধিকংশ হাদীস দুর্লভ অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। ফলে তা সবকটি সহীহ সনদে পাওয়া যাবে না। বরং দুর্বল কিংবা অতি দুর্বল সনদগ্রস্ত হবে।
সুতরাং, আর কত মিথ্যার আশ্রয়ে থাকবেন?
এবারতো না হয় সত্যকে গ্রহণ করুন।
এতদিন মানলাম, এই রহস্যকে জানতেন না বিধায়
বুঝতে পারেননি। কিন্তু আজ আপনাদের নিকট এই রহস্য উপস্থিত।
আপনাদের সকল উত্তর উপস্থিত।
সব প্রমাণ উপস্থিত।
তাহলে গ্রহণ করতে আর বাঁধা কোথায়?
এখনতো বলতে পারবেন না যে,
প্রমাণ কই? প্রমাণ আপনার চোখের সামনেই বিদ্যমান।
এই রহস্যই তার বড় প্রমাণ।
কাজে আর কত অজুহাত দেখাবেন?
এবারতো সত্য সন্ধানীদের কাতারে আসুন।
সময় তো আর বেশি নেই। এখন না আসলে, আর কবে আসবেন? ঘরে আগুন লাগার আগে যদি সতর্ক না হন, তাহলে আগুন লাগার পর সতর্ক হওয়াতে আর কি লাভ হবে?
এই কথাগুলো তাদের জন্যই, যারা গোর বিরোধিতা করেছিলেন ইমাম মাহমুদের।

অনলাইনে ব্যাপক নেতিবাচক লেখালেখি করেছিলেন তাকে নিয়ে।
কিন্তু আজ এই রহস্যই সুস্পষ্ট করে দিল যে,
ইমাম মাহমুদ কেন সকলের মাঝে অপরিচিত একটি চরিত্র?
আল্লাহর রাসূল (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তার সকল কিছুই বর্ণনা করেছিলেন।
যার মধ্যেই অন্যতম ছিলো এই গাযওয়াতুল হিন্দ তথা হিন্দুস্তানের যুদ্ধ!
আর তা সেই আবু হুরায়রা রা.-ই বর্ণনা করেছিলেন যে,
وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি সে যুদ্ধ পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জান-মাল সব কিছু তাতে ব্যয় করব। এতে যদি আমি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আমি হবো সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। আর যদি (জীবিত) ফিরে আসি, তাহলে হবো (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত।
(শাইখ আহমেদ শাকের কর্তৃক তাহকীককৃত "মুসনাদে আহমাদ", খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা নং: ৫৩২-৫৩৩, হাদীস নং- ৭১২৮)
হাদীসটির মান: শাইখ আহমেদ শাকের বলেন এর সনদ সহীহ।
বি:দ্র: যদিও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইমাম যাহাবীর রায়ের ভিত্তিতে এই হাদীসটির সনদে জাবীর ইবনে আবীদাহ কে দূর্বল বলে অ্যাখায়িত করেছিলেন,
কিন্তু শাইখ আহমেদ শাকের প্রমাণসহ উক্ত রায় খন্ডন করে ইমাম বুখারীর তারীখে কাবীরের সূত্র দিয়েই তা সহীহ প্রমাণ করেছেন।
(দেখুন শাইখ আহমেদ শাকেরের তাহকীককৃত "মুসনাদে আহমাদ", উক্ত হাদীসের তাহকীক অংশ)

তো এই হলো সর্বপ্রথম হাদীস সেই গাযওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে। যা সেই আবু হুরায়রা রা. থেকেই বর্ণিত হয়।

এই হাদীসে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. এই যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই কৌতুহল প্রকাশ করেছিলেন।

এই যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সা. প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তথা এই যুদ্ধ অবশ্যই অবশ্যই সংঘটিত হবে।

তাহলে এবার আপনারাই আমাকে বলেন,

হযরত আবু হুরায়রা রা. যেহেতু খুবই কৌতুহলী ছিলেন এই যুদ্ধ নিয়ে, তাহলে কি তিনি এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা জানতে আগ্রহ দেখাননি?

কেবল এইটুকুতেই কি চুপ করে ছিলেন?

কখন হবে এই যুদ্ধ? কি হবে তার আলামত-প্রেক্ষাপট?

কে হবে এই যুদ্ধের আমীর? কে হবে সেনাপতি?

হিন্দুস্তানের কোথায় হবে সেই যুদ্ধটি? কাদের সাথে হবে?

এইগুলো কি তিনি প্রশ্ন করেননি?

কেবল এই যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এতটুকুতে কি তিনি চুপ হয়ে থেকেছিলেন?

আর কিছু কি আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে তিনি জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেননি?

অথচ, আমরা পূর্বেই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এর বর্ণনায় দেখে এসেছি যে,

তিনি বলেছিলেন,

إن أبا هريرة كان جريئا على أن يسئال رسول الله ﷺ عن أشياء لايسئال عنها غيره

‘আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূল (ﷺ)-এর নিকট প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে বড় সাহসী ছিলেন। তিনি এমন সব বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, যে বিষয়ে অপর কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করতেন না’।

(আল ইসাবাহ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা নং- ২০৩)

তাহলে এত বড় বিষয়ে তিনি কিভাবে চুপ থাকতে পারেন, যখন তিনি প্রশ্ন করার ব্যাপারে বড় সাহসী ছিলেন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের তুলনায়?

এখানে স্পষ্ট বলা আছে, তিনি রাসূল (সা.) কে এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামগণও (রা.) করতেন না।

তাহলে এত বড় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ একটি বিষয়ে তিনি নিরব থাকবেন? তা তো কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

বরং এই বর্ণনা স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে,

হযরত আবু হুরায়রা রা. চুপ থাকার পাত্র নন।

তিনি ইলমপিপাসু ব্যাক্তি। যখনি কোন এক বিষয়ে তিনি কৌতুহলী হয়ে যান, তখন সেই বিষয়ে আরো বিস্তারিত ইলম অর্জনে তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন।

অতএব, স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে,

তিনি এত বড় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ একটি বিষয়- গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে নিরব থাকেননি।

বরং এর বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে জেনে নিয়েছেন, যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম জানতেন না!

আর, তাই ছিল সেই গোপন ব্যাগের হাদীস!

আশা করি এখন বুঝতে পারছেন আপনারা?

একদম গভীর থেকে তুলে ধরলাম।
মূলত এটাই কারণ।
সেই গাযওয়াতুল হিন্দের বিস্তারিত বিবরণগুলো ছিল আবু হুরায়রার (রা.) সেই গোপন ব্যাগে।
ফলে তা সিহাহ সিত্তাহ কিংবা অন্যান্য পরিচিত হাদীসের কিতাবগুলোতে আসেনি।
তাই সেগুলো আমাদের কাছে অপরিচিত।

এখন বলেন, সেই হাদীসে যদি ইমাম মাহমুদের কথা বলা থাকে, আপনার কি হবে?
খুবতো মিথ্যাবাদী, ফিতনাবাজ বলে প্রচার করে বেড়ালেন। এখন যদি সেই হাদীসগুলোতেই তার কথা সত্যি সত্যি বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে আপনার কি অবস্থা হবে? তখন পস্তানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তখন যতই চিৎকার-চেঁচামেচি করেন কোনো লাভ হবে না। যদি গাযওয়াতুল হিন্দ এসে পড়ে আপনার গাড়ে, তখন সেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের হাতে মার খাওয়া ছাড়া আপনার আর কোনো উপায় থাকবে না।
সুতরাং, আবারো সতর্ক করছি, সাবধান হয়ে যান।
আর সীমালঙ্ঘনের পথ অবলম্বন করিয়েন না।
এবার থেমে যান। সত্যকে গ্রহণ করুন।
মিথ্যার দোহায় আর দিয়েন না।
সত্য আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। গোপন ব্যাগের রহস্য আজ আপনাদের সামনে উন্মুক্ত। আর অজুহাত দেখাইয়েন না। কোনো লাভ আর হবে না।
এতদিন গোপন ব্যাগের রহস্য লুকিয়ে ছিল বিধায়,

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু আজ আর সেই সুযোগ রইলো না।

উম্মাহকে আর প্রতারিত করিয়েন না।

এখানেই স্টপ করেন এবার।

উম্মাহকে এবার প্রকৃত সত্য জানতে দেন।

হয়তো এখন অনেকে চেঁচিয়ে বলতে পারেন যে,

ঐ গোপন ব্যাগের হাদীসে যে সেই গাযওয়াতুল হিন্দের আমীর ইমাম মাহমুদ বলা আছে, তারই বা প্রমাণ কি?

এই নিন প্রমাণ সেই আবু হুরায়রার (রা.) নিজ মুখ থেকেই!-

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوشك أن يظلم المشركون من الهند ظاما كثيرا على المسلمين فحينئذ تخرج جماعة المسلمين من المنطقة اشرقية من الهند يأممهم شاب ضعيف اسمه محمود لقبه حبيب الله يتقدم الى سبيل الكعبة بعد غلب لهند قلت يا رسول لله لم يتقدم الى سبيل الكعبة؟ فهل تكون الكعبة بضمة اليهود والنصورى؟ قال لا بل هو يأتى أن يبايع على يد خليفة الله المهدى

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই হিন্দুস্তানের অত্যাচারী মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি করে দিবে। তখন হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে মুসলমানদের একটি দলের আত্বপ্রকাশ ঘটবে। তাদের নেতৃত্ব দিবে এক দুর্বল যুবক, যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি হবে হাবিবুল্লাহ। সে হিন্দুস্থান বিজয় করার পর কাবার পথে অগ্রসর হবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সে কা'বার পথে কেন অগ্রসর হবে? সে সময় কি কা'বা ইহুদি খৃষ্টানদের দখলে থাকবে? তিনি বললেন- না বরং সে আল্লাহর খলিফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., হাদীস নং- ২৬৯, বাংলা অনুবাদ- কিয়ামতের সন্নিকটে, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)
সুবহানাল্লাহ!
দেখলেনতো সবাই?
এবার পেলেনতো প্রমাণ?
ঠিক যেমনটা আমরা পূর্বে দেখেছিলাম যে,
হযরত আবু হুরায়রা রা. চুপ থাকার পাত্র নন।
তিনি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন বিস্তারিত জানতে।
আল্লাহু আকবার! এই হাদীস তার প্রমাণ!
এই হাদীসে স্পষ্ট হযরত আবু হুরায়রা রা. বলছেন যে,
তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছেন,
অচিরেই তথা খুব শীগ্রিই হিন্দুস্তানের অত্যাচারী মুশরিকরা যাদের আমরা আজ উগ্র হিন্দুত্ববাদী মালাউন সন্ত্রাসী নামে চিনি, তারাই মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্বি করে দিবে!
তখন সেই হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল এলাকা হতে মুসলমানদের একটি দলের আত্বপ্রকাশ ঘটবে! যাদের নেতৃত্ব দিবে এক দূর্বল যুবক, যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি হাবিবুল্লাহ! সে হিন্দুস্তান বিজয় করার পর ইমাম মাহদীর হাতে বইয়াত গ্রহণের জন্য কাবার দিকে রওনা হবে।
সুবহানাল্লাহ!
কি সুস্পষ্ট হাদীস!

গাযওয়াতুল হিন্দের পুরো চিত্র যেন চলে এসেছে!

দেখুন! এখানে গাযওয়াতুল হিন্দের সেই অন্যতম প্রেক্ষাপটের কথা বর্ণিত হয়েছে যে- উগ্র হিন্দুত্ববাদী মালাউন মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন চালাবে!

আল্লাহু আকবার! যা কিনা আজকের ভারতীয় মুসলমানদের করুন অবস্থার প্রতিচ্ছবি!

আজ আমরা দেখতে পারছি ভারতে মুসলমানদের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি প্রশাসন ও তার সমর্থক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আরএসএস ও বজরং দলের দানবগুলো কিরূপ অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাচ্ছে!? নির্বিচারে শহীদ করছে, বুলডোজার দিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসা, মুসলমানদের বাড়িঘর উচ্ছেদ করে দিচ্ছে অবৈধ বলে। এমনকি গোরস্থানও রেহায় পায়নি তাদের হাত থেকে।

যাই কিনা এই বিস্ময়কর হাদীসেরই স্পষ্ট বার্তা ছিল!

দেখলেনতো? কি আশ্চর্যজনকভাবে অবিকল মিলে গেল!

এরপরের অংশটি- হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল,

আরবি- "المنطقة اشرقية من الهند" যার অর্থ হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল বা পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা।

হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে মুসলমানদের একটি দলের আত্বপ্রকাশ ঘটবে। যার আমীর হবে মাহমুদ নামে এক দুর্বল যুবক, তাঁর উপাধি হবে হাবিবুল্লাহ।

এই যে, সেই ইমাম মাহমুদের কথা!

যাকেই কিনা আপনারা এতদিন ধরে কথিত বলে প্রচার করেছেন। বাতিল বলে অ্যাখা দিয়েছেন! অথচ এই যে তার সম্পর্কিত সরাসরি হাদীস! কিন্তু আপনরা তা পরোয়া করলেন না! এখন এই দায় কার?

কেউ আবার বলতে আসিয়েন না যে, এটা বানানো হাদীস।

হাদীসটির প্রথমাংশেরই বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। তাহলে আবার কি বানানো বলেন?

অনেক বলেছেন বানানো বানানো। আল্লাহর ওয়াস্তে এবার আর উম্মাহকে বোকা বানিয়েন না। উম্মাহর নিকট আজ সেই গোপন ব্যাগের রহস্য উন্মুক্ত।

কাজেই এই পুরাতন অজুহাত আর গ্রহণযোগ্য নয় উম্মাহর নিকট।

সুতরাং বানানো বলে আর এরিয়ে যেতে পারবেন না। আপনাকে অবশ্যই বানানো হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ করতে হবে, যে এটা বানানো। নতুবা আপনি মিথ্যাবাদী হিসেবেই খেতাব পাবেন।

আমি সম্পূর্ণ রেফেরেন্সে সহকারে তুলে ধরেছি আপনাদের নিকট মূল ইবারত পাঠসহ। প্রকাশনীর নামও উল্লেখ কর দিয়েছি আল ইমান প্রকাশনী।

সুতরাং আপনারা নিজেরাই উক্ত গ্রন্থটি সংগ্রহ করে যাচাই করে দেখুন,

কার কথা সত্য?

সেখানে কেবল ইমাম মাহমুদ নয়, গোটা শেষ জামানার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে! যেন আবু হুরায়রার রা. সেই গোপন ব্যাগেরই এক খন্ডাংশ!

শেষ জামানায় যত ফিতনা আসবে। যত ফিতনা সৃষ্টিকারী জালেম শাসক-বাদশাহ আসবে।

যত যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। তার সকল বর্ণনাই যেন এই কিতাবে!

শুধু তাই নয়, এই কিতাবে আপনি আরো দেখতে পাবেন, ইমাম মাহদীর পুনরায় মক্কা বিজয়, মদিনা বিজয়, মিশর বিজয়, বায়তুল মাকদিস বিজয় এবং পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ বিজয় ইত্যাদি হাদীস, যা আপনি কখনো সিহাহ সিত্তাহ কিতাব কিংবা কোনো সহীহ হাদীসে দেখেননি।

যা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে,

এই কিতাব- "আযিফাতিল আ-যিফাহ " যেন সেই গোপন ব্যাগের হাদীসেরই এক সংগ্রহশালা! যা প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, হাফেজুল হাদীস, ঐতিহাসিক তারীখে বাগদাদের জনক, ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন আলী আল খতিব আল বাগদাদী রহ. সংকলন করেছেন!

অনেকে হয়তো এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে- তাঁর তো এরকম শেষ জামানা সংক্রান্ত কিতাবের নাম পাওয়া যায় না। তাহলে এই কিতাব আসলো কোথা থেকে?

উত্তর- পাবেন কিভাবে? এই কিতাবটিই যে অবহেলিত-উপেক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল সেই বাগদাদে! সেই গোপন ব্যাগের হাদীসগুলো ধারণ করায়!

কথা বুঝেছেন আশ করি?

মূলত যেহেতু তা সনদের দিক থেকে সুশৃঙ্খলভাবে সংকলিত হয়নি, এমনকি সনদই উল্লেখ হয়নি, তাই তা দুর্বল গ্রন্থ হিসেবে পড়ে থাকে।

আর খতিব বাগদাদী রহ. জীবনের বড় একটি অংশই অতিবাহিত করেছিলেন এই বাগদাদে। তাই তার লিখিত কিতাবগুলো এই বাগদাদের লাইব্রেরিগুলোতেই পড়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই-

আযিফাতিল আ-যিফাহ।

বাংলাদেশের এক প্রকাশনী যার নাম- আল ইমান প্রকাশনী। তারা এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে “কিয়ামতের সন্নিকটে” নামে। আপনারা তা এখন সংগ্রহ করতে পারবেন ইংশাআল্লাহ।

তাহলে এখন যারা বানানো বলেছিল, আমি তাদেরকে বলতে চাই, আপনারা কিসের ভিত্তিতে কেবল ইমাম মাহমুদের বিষয়ে বর্নিত হাদীসটিকেই একতরফাভাবে বানানো বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন?

ঐ কিতাবেতো আরো প্রায় কয়েকশত হাদীস রয়েছে শেষ জামানার নানান বিষয়ে, তাহলে ঐসব হাদীসগুলো কেন বলছেন না বানানো? কেবল ইমাম মাহমুদের হাদীসটা কেন বানানো হয়ে গেল আপনাদের নিকট? এটা কি চরম বাটপারি নয়? উম্মাহর সাথে প্রতারণা নয়? তাদের মিথ্যা বুঝিয়ে সত্য থেকে বিমুখ রাখা নয়? হাদীস নিয়ে এত বড় খেল-তামাশা (নাউযুবিল্লাহ)? কিয়ামতের দিন কি জবাব দিবেন আল্লাহর নিকট?

এসব করে কি আপনারা আদৌ উম্মাহর কোনো কল্যাণ করেছেন নাকি তাদের সাথেই ধোঁকাবাজি করেছেন? চিন্তা করেছেন কি একবার?

সুতরাং, সতর্ক হয়ে যান। নিজেদের বিবেককে আর বিসর্জন দিয়েন না। এবার না হয় বিবেককে কাজে লাগান। সত্যকে বুঝার চেষ্টা করুন। সত্যকে আর মিথ্যায় পরিণত করিয়েন না। এবারতো আল্লাহকে ভয় করুন।

তো সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন আপনারা? মূলত এভাবেই ইমাম মাহমুদ হতে মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এই একশ্রেনি অতিবুঝি সম্প্রদায়।

তারা না নিজেদের দাবির পক্ষে প্রমাণ দেখাতে পারে, আর না সেই সত্যকে গ্রহণ করে। তারা কেবল সর্বদা নিজেদের অনুমান নির্ভর চিন্তা-চেতনাইকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না। কেবল মনে যা আসে তাই সঠিক মনে করে বসে থাকে। তাই এদের কাছে কখনো সত্য আসলেও এরা তাকে মিথ্যা বলেই দূরে সরিয়ে দেয়।

তাহলে এদের দ্বারা উম্মাহর কি কল্যাণ হতে পারে, পাঠকগণ আপনারাই বলুন। এদের জন্য আফসোস ছাড়াতো আর কিছুই নেই।

কোনটা সত্য? আর কোনটা মিথ্যা? তা বুঝার জন্য মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন অবশ্যই আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু সেই বিবেক-বুদ্ধি কে যদি আমরা কাজে না লাগিয়ে, মনগড়া-অনুমান নির্ভর চিন্তা-চেতনাকেই প্রাধান্য দিয়ে বসি, তাহলে আমাদের দ্বারা কিভাবে সত্যের সন্ধানী হওয়া সম্ভব, আপনারা নিজেরাই বলুন।

এদের অবস্থা হয়েছে ঠিক এমনই। অনুমান নির্ভর সব চিন্তা-ভাবনা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এদেরই অপপ্রচারের কপ্পরে আপনারা পড়ে যান। আর সেই সত্যকে মিথ্যা মনে করে বসেন। (নাউযুবিল্লাহ)

তাই যাতে করে আর কখনো তাদের অপপ্রচারের কবলে পড়ে সেই সত্য হতে বিচ্যুত না হন, নিম্নে কেবল দুটো বিষয় তুলে ধরছি আপনাদের জন্য, যা যা তাদের অপপ্রচারের কবল হতে পরিত্রাণ পেতে সর্বোচ্চ সহায়ক হবে ইংশাআল্লাহ।

১. আপনারা নিশ্চয় শাহ নেয়ামতুল্লাহ কাশ্মীরি রহ. এর ইলহামি কাসিদার কথা শুনেছেন?

যা বাংলাদেশের স্বনামধন্য একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার ও আলেমে দ্বীন মাওলানা কবি মুহিব খান রহ. তার "কাসীদা সওগাত"-এ উল্লেখ করেছেন ৫ম কবিতা হিসেবে।

তো আপনারা সেই কাসিদাটি পড়লে দেখবেন যে,

সেখানেও গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে এক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেখানেও এই হাবিবুল্লাহ নামে এক ব্যাক্তির এর কথা বর্ণিত রয়েছে!

যেমনটা প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আসেম উমর রহ. তাঁর "তিসরি জাঙ্গে আজিম ওর দাজ্জাল" গ্রন্থে হিন্দুস্তান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে,

পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতি সম্পর্কে শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহ.) বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন। নিঃসন্দেহে তা ইমানদারদের জন্য সান্ত্বনা ও মনোবল তৈরিতে সহায়ক প্রমাণিত হবে। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে "আল-আরবাঈন" নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন।

ফারসি কাব্যের আকারে উপাস্থাপিত এই ভবিষ্যদ্বাণী গুলো যদিও নিশ্চিত কোনো বিষয় নয়, তবু তার কয়েকটি এমন আছে, বিভিন্ন হাদীস তাকে সমর্থন জোগাচ্ছে।

এখানে আমরা সেই কবিতাগুলোর অনুবাদ উপাস্থাপন করলাম।

"হঠাৎ মুসলমানদের মাঝে হইচই শুরু হয় যাবে। পরক্ষনেই তারা কাফেরদের (ভারতের) সাথে এক বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ লড়বে। তারপর মুহাররম মাস আসবে। মুসলমানরা তরবারি হাতে তুলে নেবে এবং বীরত্বের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তারপর হাবীবুল্লাহ নামক এক ব্যাক্তি যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে কোরআনের বাহক হবেন-আল্লাহর সাহায্য সহ কোষ থেকে তরবারি বের করবেন।

সীমান্ত প্রদেশের বীর যোদ্ধাদের পদভারে মাটি কেঁপে ওঠবে। মানুষ জিহাদের জন্য পাগলের মতো ছুটতে শুরু করবে এবং রাতারাতি পঙ্গপাল ও পিপীলিকার মতো আক্রমন চালাবে। এমনকি আফগান জাতি বিষয় অর্জন করবে।

বন,পাহাড়, স্থল ও সমুদ্র অঞ্চল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উপজাতিরা দ্রুত গতিতে বানের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা পান্জাব, দিল্লি, কাশ্মির দাক্ষিণাত্য ও জম্মুকে আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্যে জয় করে নেবে। দ্বীন ও ইমানের সকল অমঙ্কলকামী প্রান হারাবে। সমস্ত হিন্দুস্তান হিন্দুয়ানা রীতিনীতি থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। হিন্দুস্তানের মত ইউরোপেরও ভাগ্য খারাপ হয় যাবে এবং ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের সূচণা হয়ে যাবে। এই বিগ্রহ বছর পর্যন্ত নির্মমতার সঙ্গে অব্যাহত থাকবে। বেঈমানরা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেবে। অবশেষে তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। হঠাৎ হজের মওসুমে হযরত মাহদি আত্বপ্রকাশ করবেন।"

(তিসরি জাঙ্গে আজিম ওর দাজ্জাল এর বঙ্গানুবাদ- ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ: মাহদি ও দাজ্জাল, লেখক- মাওলানা আসেম উমর রহ., অনুবাদক- মাওলানা মহিউদ্দিন খান, প্রকাশনী- পরশমণি প্রকাশন, পৃষ্ঠা নং: ৮৪-৮৫)

সুবহানাল্লাহ! দেখলেনতো!?

অবিকল সেই হাদীসের বর্ণনা! যা একটু আগে আমরা দেখেছি

আযিফাতিল আ-যিফাহ তে!

ঐ যে হাবীবুল্লাহ এর কথা! যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে কুরআনের বাহক হবেন তথা মনোনীত হবেন! যিনি নেতৃত্ব দিবেন সেই গাযওয়াতুল হিন্দের! কি অসাধারণ মিল সেই হাদীসের সাথে!

তারপর দেখুন শেষে ইমাম মাহীর আত্বপ্রকাশের কথা!

একদম অবিকল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মিল!

তারপর লক্ষ করুন, মাওলানা আসেম উমর রহ. কি বলেছেন?

“তিনি বলেছেন, ফারসি কাব্যের আকারে উপাস্থাপিত এই ভবিষ্যদ্বাণী গুলো যদিও নিশ্চিত কোনো বিষয় নয়, তবু তার কয়েকটি এমন আছে, বিভিন্ন হাদীস তাকে সমর্থন জোগাচ্ছে। এখানে আমরা সেই কবিতাগুলোর অনুবাদ উপাস্থাপন করলাম।”

তাহলে কি বুঝলেন? কবিতার যে ভবিষ্যদ্বণীগুলো হাদীস দ্বারা সমর্থন যোগাচ্ছে, তিনি সেগুলোরই অনুবাদ উল্লেখ করেছেন! যা সেই গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে!

যেখানে সেই হবীবুল্লাহ এর কথা! তাও মাহদীর কথার আগে!

তাহলে কোথায় সেই হাদীস?

আমি তাদেরকে আবারো প্রশ্ন করতে চাই, যারা উক্ত হাদীস বানানো বলেন, এখানেতো মাওলানা আসেম উমর রহ. যিনি সেই গোপন ব্যাগের গবেষক, তিনি বলছেন যে, হাদীস দ্বারা সমর্থন করে।

তাহলে সেই হাদীসগুলো কোথায়? হাবীবুল্লাহ এর হাদীস কোথায়?

উম্মাহর সামনে পেশ করুন। এভাবে বানোয়াট বলে যে পালিয়ে যাবেন তা আর হবে না। সকলের সামনে সত্য পেশ করুন। যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।

সুতরাং, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এবার আপনারাই চিন্তা করুন।
এটাই কি সেই হাদীস কিনা?-
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই হিন্দুস্তানের অত্যাচারী মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি করে দিবে। তখন হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে মুসলমানদের একটি দলের আত্বপ্রকাশ ঘটবে। তাদের নেতৃত্ব দিবে এক দুর্বল যুবক, যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি হবে হাবিবুল্লাহ। সে হিন্দুস্থান বিজয় করার পর কাবার পথে অগ্রসর হবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সে কা'বার পথে কেন অগ্রসর হবে? সে সময় কি কা'বা ইহুদি খৃষ্টানদের দখলে থাকবে? তিনি বললেন- না বরং সে আল্লাহর খলিফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

(আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., হাদীস নং- ২৬৯, বাংলা অনুবাদ- কিয়ামতের সন্নিকটে, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

হাবিবুল্লাহ আর ইমাম মাহদীর আত্বপ্রকাশ!
মিলিয়ে দেখুন এবার।
কি, বরাবর মিলেছেতো? তাহলে আর কোনো সংশয় থাকে?
সুতরাং, এই কাসিদার হাবিবুল্লাহ এর কথা মনে রাখবেন।
তাহলেই অপপ্রচারকারীদের কবল পড়বেন না ইংশাআল্লাহ।
অতঃপর,
২. এবার আবার উক্ত হাদীসটির দিকে তাকান। সেখানে বলা আছে,
যখন উগ্র হিন্দুত্ববাদী অত্যাচারী মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন চালানো বৃদ্বি করবে দিবে, তখনই হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে মুসলমানদের একটি দলের আত্বপ্রকাশ হবে। যাদের নেতৃত্ব দিবে মাহমুদ নামে সেই দুর্বল যুবক, যার উপাধি হাবিবুল্লাহ। যিনি হিন্দুস্তান বিজয় করবেন।
এবার বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাওবান রা. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত সেই হাদীসটির দিকে তাকান-

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দুটি দলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। একটি দল, যারা হিন্দুস্তান জয় করবে। আর দ্বিতীয় দল, যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে মিলিত হবে।”

- (মুসনাদে আহমাদ ৩৭/৮১, হাদীস নং- ২২৩৯৬, তাহকীক-শায়খ শুআইব আরনাঊত;

সুনানে নাসাঈ ২/৫২, হাদীস নং- ৩১৭৫; মুসনাদে শামিয়্যিন, তবারনী ৩/৮৯, হাদীস নং- ১৮৫১; আল ফিরদাউস, দায়লামী ৩/৩৮, হাদীস নং- ৪১২৪)

হাদীসটির মান- হাসান।

বি:দ্র: এখানে "تَغْزُو الْهِنْدَ" তথা হিন্দুস্তান আক্রমণপূর্বক দখল করবে, জয় করবে যা ইংরেজিতে Invade, Conquer অনুবাদ করা হয়েছে। দেখুন আন্তর্জাতিক অনুবাদগুলো।

যেমন-

It was narrated that Thawban, the freed slave of the Messenger of Allah (ﷺ), said:

"The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'There are two groups of my Ummah whom Allah will free from the Fire: The group that invades India, and the group that will be with 'Isa bin Maryam, peace be upon him.'"

(Reference- https://sunnah.com/nasai:3175)

এই যে দেখলেনতো, "Invade"?

এবার "Conquer" এর টা দেখুন-

Two groups of my Ummah Allah has protected from the Hellfire: a group that will conquer India and a group that will be with Isa ibn Maryam (peace be upon him).”

(Sunan al-Nasa’i)

(Reference link: https://islamicinfocenter.com/ghazwatul-hind-hadith)

অতএব, পেলেনতো উভয় শব্দ? মূলত উভয় সমার্থক শব্দ যা একই অর্থ প্রকাশ করে মূলগতভাবে। যেমনটা অভিধানে বলা আছে,

Invade - (of an armed force) enter (a country or region) so as to subjugate or occupy it

conquer - overcome and take control of (a place or people) by military force

কেমব্রিজ অভিধানে এসেছে,

Invade - to enter a country by force with large numbers of soldiers in order to take possession of it

(দেখুন- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/invade)

Conquer - to take control or possession of foreign land, or a group of people, by force, or to defeat someone in a game or competition

(দেখুন- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conquer)

অতএব, এখানে যারা “হিন্দুস্তানের যুদ্ধ করবে” কিংবা ”হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে” এরূপ অনুবাদ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। প্রমাণসহ দেখালাম।

এছাড়া যারা আরবি ভাষায় দক্ষ রয়েছেন, তারা বিষয়টা আরো একবার ভালো করে যাচাই করে দেখবেন যে,

এখানে تَغْزُو শব্দটি হলো Verb তথা ক্রিয়াপদ।

তাই “হিন্দুস্তানের যুদ্ধ” শব্দ আসবে না। বরং হিন্দুস্তান তুখযু করবে তথা দখল করবে, বিজয় করবে এরকম হবে।

যেমনটা ইংরেজিতে Invade বা Conquer বলা আছে।

তো এবার বলুন, কি দেখতে পারছেন এই হাদীসে?

স্পষ্ট একটি দলের কথা বলা আছে, যারা হিন্দুস্তান জয় করবে!

তাহলে কোন সেই দল? তার আমীর কে? কোথা হতে তাদের আগমন হবে?

এই সম্পর্কিত কোনো বর্ণনা আর কি পেয়েছেন?

নিশ্চয় পাননি?

তাহলে কি রাসূল (সা.) এই দল সম্পর্কে আর কিছু বলেনি? কে হবে এর আমীর? কখন তাদের আগমন হবে?

অথচ, আমরা পূর্বে হযরত আলী রা. এর বর্ণনা হতে দেখেছিলাম যে,

কিয়ামত পর্যন্ত যত যুদ্ধ হবে, যত দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তার পরিচালনাকারী তথা আমীর, সেনাপতি সম্পর্কে সব কিছুই তিনি বলতে পারবেন!

বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

মির ইবনে হুবাইশ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী (রা.) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা আমার কাছে জানতে চাও, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলে,আমি তাদের সেনাপ্রধান, পরিচালনাকারী এবং আহ্বানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারব। তোমাদের এবং কিয়ামতের মাঝখানে যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু পরিস্কারভাবে বলতে পারব।

(কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৪৫)

তাহলে আল্লাহর রাসূল (সা.) এই হিন্দুস্তান বিজয়কারী দলের সম্পর্কে কিছু বলে যাবেন না? তা কি বিশ্বাসযেগ্য হতে পারে? যেখানে তিনি সব দলেরই বর্ণনা দিয়ে গেছেন তাদের আমীর, সেনাপতির বর্ণনা দিয়ে গেছেন?

সেখানে এই প্রতিশ্রুত হিন্দুস্তান বিজয়কারী দলের সম্পর্কে কিছু বলবেন না, তা কি বিশ্বাসযোগ্য হয়?

নিশ্চয় না! তাহলে এখন যদি তিনি বলে থাকেন, তাহলে সেই হাদীসগুলো কোথায় পাবেন? যদি সেগুলো গোপন ব্যাগের হাদীস হয়!?

কাস্মিনকলেও কি সিহাহ সিত্তাহ কিংবা অন্যান্য পরিচিত হাদিসগ্রন্থে পাবেন?

নিশ্চয় না! ঠিক না?

কেননা আমরা পূর্বেই এই গোপন ব্যাগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য দেখেছি যে, এইসকল হাদীসগুলো খুবই কম সূত্রে বিদ্যমান এবং দুর্লভ অবস্থাগ্রস্ত। তাই তা সহীহ সনদে কিংবা সিহাহ সিত্তাহ কিতাব বা অন্যান্য পরিচিত হাদীসের কিতাবে পাওয়া নিতান্তই দুষ্কর।

তাহলে সেই হাদীসগুলো কিভাবে পাবেন? বলেন?

নিশ্চয় এই আযিফাতিল আ-যিফাহ এর মতো কিতাবে!? যেখানে সনদের বিচার হাদীস সংকলন হয়নি! বরং যাই পাওয়া গিয়েছে শেষ জামানা সম্পর্কে তাই সংকলিত হয়েছে! দুর্বল কি সহীহ তা দেখা হয়নি।
তাহলে এবার দেখুনতো, সেই দল সম্পর্কে এটাই কি সেই হাদীস কিনা?-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই হিন্দুস্তানের অত্যাচারী মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি করে দিবে। তখন হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে মুসলমানদের একটি দলের আত্বপ্রকাশ ঘটবে।

তাদের নেতৃত্ব দিবে এক দুর্বল যুবক, যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি হবে হাবিবুল্লাহ। সে হিন্দুস্থান বিজয় করার পর কাবার পথে অগ্রসর হবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সে কা'বার পথে কেন অগ্রসর হবে? সে সময় কি কা'বা ইহুদি খৃষ্টানদের দখলে থাকবে? তিনি বললেন- না বরং সে আল্লাহর খলিফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

(আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., হাদীস নং- ২৬৯, বাংলা অনুবাদ- কিয়ামতের সন্নিকটে, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

চিন্তা করুন। নিজেরাই মিলিয়ে দেখুন। এটাই কি সেই হাদীস কিনা?

অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এই হলো সেই ২ টি বিষয়, যা স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইমাম মাহমুদ নিছক কোনো বানোয়াট চরিত্র নয়, বরং ইমাম মাহদীর মতো এই উম্মাহর এক প্রতিশ্রুত রাহবার!
এবার আপনারাই চিন্তা করুন, বিচার করুন, যারা এই হাদীসগুলোকে নির্দ্বিধায় বানোয়াট বলেছিল, তারা আদৌ কি ঠিক বলেছিল নাকি আপনাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিল?
সবসমসয় এই দুইটি বিষয়কে মাথায় রাখবেন। তাহলে ইংশাআল্লাহ অপপ্রচারকারীদের হাত থেকে রেহায় পাবেন।
এখন হয়তোবা অনেকে আবার প্রশ্ন পারেন যে,
এই আযিফাতিল আ-যিফাহ কিতাবটি আগে কোথায় ছিল? আগে কেন পাওয়া যায়নি? এখন কিভাবে পাওয়া গেল?
উত্তর- যেমনটা আমরা পূর্বে গোপন ব্যাগের রহস্য হতে জেনে এসেছি যে,

এই হাদীসগুলো খুবই কম সূত্রে বর্ণিত হয়ছে যার ফলে তা সনদের দিক থেকে এতটা সুশৃঙ্খলভাবে সংকলিত হয়নি কিতাবগুলোতে অন্যান্যগুলোর তুলনায়, যার দরুন তা দূর্বল গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

তাই তা আমাদের নিকট পৌঁছায়নি পূর্বে। যেমনটা পূর্বেও বলেছিলাম।

তো যখন বাংলাদেশের এক প্রকাশনী যার নাম- আল ইমান প্রকাশনী, তারা এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে "কিয়ামতের সন্নিকটে" নামে। তাই তা আমাদের নিকট পৌঁছায়।

নতুবা আমরা কখনো তার দেখা পেতাম না। পড়ে থাকতো সেই বাগদাদে।

এই কিতাবে যদিও হাদীসগুলোর সনদ উল্লেখ নেই,

কিন্তু আপনি যদি এর হাদীসগুলো দেখেন, অধ্যায়গুলো দেখেন, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বলতে বাধ্য হবেন যে, এটি আযিফাতিল আ-যিফাহ নয়, যেন সেই আবু হুরায়রার গোপন ব্যাগেরই একটি খন্ডাংশ!

যেমনটা পূর্বে বলেছি।

শেষ জামানায় যত ফিতনা আসবে। যত ফিতনা সৃষ্টিকারী জালেম শাসক-বাদশাহ আসবে।

যত যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। তার সকল বর্ণনাই এই কিতাবে!

কেবল ইমাম মাহমুদ নয়, গোটা শেষ জামানার চিত্র এই কিতাবে!

যা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে,

খতিব বাগদাদী রহ. সেই গোপন ব্যাগের হাদীসের সন্ধান পেয়েছিলেন!

উইকিপিডিয়ার তথ্য হতে পাওয়া যায়,

খতিব বাগদাদী রহ. এর মূল শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত হাদীসবিশারদ, শেষ জামানা ও ফিতনা বিষয়ে অভিজ্ঞ ইমাম আবু নূয়্যাইম ইসফাহানী রহ.!

যিনি ইমাম মাহদী সংক্রান্ত ৪০ টি হাদীসের সমাহার নিয়ে এক বিস্ময়কর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন "আরবাউনা হাদীসান ফিল মাহদী" নামে।

চিন্তা করতে পারছেন? সিহাহ সিত্তাহ কিতাবে আপনি হয়তো মাহদী সম্পর্কে ৪-৫ টি হাদীস পাবেন।

এর বেশি না। বাকি যা সব, একই বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত।

তাহলে তিনি ৪০ টা হাদীস এনেছেন কোথা হতে? চিন্তা করতে পারছেন কি? আল্লাহু আকবার। তিনি এমন অনেক হাদীস এনেছেন ইমাম মাহদীর ব্যাপারে, যা অন্য কোনো হাদীসের কিতাবেও আসেনি!

যা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, তিনিও সেই গোপন ব্যাগের হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

এমনকি অনলাইনে প্রচারিত একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়,

যার নাম- "আখীরুজ্জামানিল মাহদীঈ ফি আ'লামাতিল কিয়ামাহ"

আরবি- آخر الزمان المهدى فى علامات القيامة

আযিফাতিল আ-যিফাহ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ কিয়ামতের সন্নিকটে বইটির তাখরীজ অংশে পাওয়া যায়, এই "আখীরুজ্জামানিল মাহদীঈ ফি আ'লামাতিল কিয়ামাহ"

কিতাবটির লেখক হলেন- এই ইমাম আবু নূয়্যাইম ইসফাহানী রহ.!

যা হতে একটি হাদীস অনলাইনে প্রচার হতে দেখা যায় যে,

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলমানদের উপরে ব্যাপক অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে এক দুর্বল যুবক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি হবে হাবিবুল্লাহ। সে হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে। আমি (আবু

হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ, সে কাবার দিকে ধাবিত হবে কেন? সেই সময় কি বাইতুল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলে থাকবে?" তিনি বলেন, না। বরং সে আল্লাহর খলীফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।
- (আখীরুজ্জামানিল মাহদীঈ ফি আ'লামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়- গাজওয়াতুল হিন্দ, হাদীস নং- ২৩১)
আল্লাহু আকবার! দেখলেনতো কি অবিকল বর্ণনা!?
যেটাই আমরা কিছুক্ষণ আগে তাঁরই ছাত্র খতিব বাগদাদী রহ. এর আযিফাতিল আ-যিফাহ গ্রন্থে দেখেছি!
সুতরাং এই হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খতিব বাগদাদী রহ. তাঁর থেকেই এই হাদীসগুলো পেয়েছেন।
তবে উল্লেখ্য হলো, এই কিতাবটির মূল নুসখা বা কপি বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না।
কেন খুঁজে পাওয়া যায় না?
তারও একটি সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় প্রখ্যাত আ'লেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আসেম উমর রহ. এর সেই প্রখ্যাত গ্রন্থ “বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও দাজ্জাল”- এ,
যেখনে তিনি হযরত আবু আবু হুরায়রা রা. এর সেই গোপন ব্যাগ নিয়ে আলোচনাকালে উল্লেখ করেন যে,
উম্মতে মুসলিমার জ্ঞান-ভান্ডারে ইহুদী সম্প্রদায় ডাকাতি করেছিল। "হালাকো খান" কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় (১২৫৮) প্রত্যেক বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী ইহুদীরা লুট করে নিয়েগিয়েছিল। ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক বাগদাদের সাথে একই আচরণ সাম্প্রতিক মার্কিন আগ্রাসনকালেও করা হয়। ঐতিহাসিক

জ্ঞান-ভান্ডার তারা বাগদাদের লাইব্রেরীসমূহ থেকে লুট করে নিয়ে গেছে। ঐ ইতিহাসগুলোকেই তারা নিজেদের নামে ছাপিয়ে প্রচার করেছে।

(বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও দাজ্জাল, লেখক- মাওলানা আসেম উমর রহ., পৃষ্ঠা নং: ১৪৭-১৪৮)

দেখলেনতো সবাই?

এবার কিছুটা বুঝা আসছে আশা করি?

মূলত এই হলো কারণ।

ইহুদীরা উম্মাতে মুসলিমার বড় জ্ঞানভান্ডার বাগদাদে ব্যাপক লুটপাট করেছিল, লাইব্রেরিগুলো হতে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী লুট করে নিয়েছিল।

যেমনটা মাওলানা আসেম উমর রহ. ব্যক্ত করেছেন।

তাই নস্ট্রাডামুস নামে এক ইহুদীর কথা এনেছেন, যে কিনা ভবিষ্যদ্বাণী করতো! আবার নাকি মিলেও যেত কিছু! চিন্তা করছেন? এক ইহুদী কিভাবে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে?

তাই তিনি তার ব্যাপারে উল্লেখ করেন যে,

মুহাম্মদ ঈসা দাউদের মন্তব্য- নষ্টারডেমাসের পিতামহের কাছে আবু হুরায়রা রা.-র (গোপন ব্যাগের) ঐ কিতাবটি হস্তগত হয়েছিল। পাশাপাশি নষ্টারডেমাসের উপর গবেষণাকারীগণও এ বিষয়টি মেনে নিয়েছেন যে, প্রাচীন যুগের কিছু কিতাবাদী তার হস্তগত হয়ে গিয়েছিল।

(দেখুন উক্ত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও দাজ্জাল, লেখক- মাওলানা আসেম উমর রহ., পৃষ্ঠা নং: ১৪৭)

দেখলেনতো? কত বড় চোর-বাটপার। এরা সেই হাদীসের কিতাবগুলো থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নিজেদের নামে চালিয়ে ভবিষ্যদ্বক্তা সেজে ব্যবসা করছিল।

অতএব, এবার আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করি যে,

কেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

ইহুদীরা লুটপাট করে যে কিতাবাদী চুরি করেছিল, হতে পারে সেগুলোর মধ্যে এই গোপন ব্যাগের রহস্যধারী কিতাবগুলোও ছিল (আল্লাহ আ'লাম)।

যেহেতু তা ভবিষ্যতের ঘটনাসংক্রান্ত ছিল যেমনটা দেখতে পারছেন উপরে, নস্ট্রাডামুস ইহুদীটা ভবিষ্যদ্বাণী লিখছিল।

তাই হয়তো আমরা শেষ জামানা সংক্রান্ত লিখিত অনেক কিতাবাদী হতে বঞ্চিত হয়েছি।

সুতরাং, এই হতে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম মাহমুদ সংক্রান্ত হাদীস আরো যেসকল কিতাবে এসেছে, তার অধিকাংশ কেন নিখোঁজ রয়েছে। হতে পারে সেই কারণেই এগুলোও হারিয়ে গিয়েছিল। (আল্লাহ আ'লাম)

তবে আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া যে,

এই আযিফাতিল আ-যিফাহকে তিনি রক্ষা করেছেন।

নতুবা এই কিতাবটি থেকেও হয়তো আমরা বঞ্চিত হতে পারতাম।

আজ সেই আযিফাতিল আ-যিফাহ মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আপনার নিকটে। আজ হাতের মুটোয় চলে এসেছে আপনাদের।

কিন্তু আপনারা গ্রহণ করছেন না নিজেদের নফসের কথাকে প্রাধান্য দিয়ে।

এখন এর জন্য পস্তাবে কে? আপনারা না অন্য কেউ?

নিশ্চয় আপনারা। কেননা অন্য কেউ তো আর এর দায় নিবে না।

দায় আপনাদেরই নিতে হবে, সত্য আপনাদের নিকট ছিল, কিন্তু আপনারা কেন গ্রহণ করলেন না?

অনেকে হয়তো এখন প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারেন যে,

যদি সেইসকল কিতাবগুলো নিখোঁজ থাকে, তাহলে যারা এর থেকে হাদীস প্রচার করছে,

তারা পেলো কোথা থেকে?

এটা নিশ্চয় সবারই মনের প্রশ্ন।

উত্তর খুবই সহজ। আপনি নিজেও এর উত্তর বের করতে পারেন।

মহান আল্লাহ যাকে মনোনীত করে পাঠান, দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, তাকে তো আর নিশ্চয় খালি হাতে পাঠান না?

কখনো কি দেখেছেন খালি হাতে পাঠাতে?

কোনো নবী-রাসূলগণ কি খালি হাতে এসেছিলেন?

নিশ্চয় না। অবশ্যই বুরহান তথা সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহকারে মহান আল্লাহ তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন।

তাহলে, ইমাম মাহমুদ, যিনি সেই ইমাম মাহদীর মতোই এই মুসলিম উম্মাহর একজন প্রতিশ্রুত রাহবার, আমীর, যার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো ছিল সেই গোপন ব্যাগের অন্তর্ভুক্ত, যা কিনা খুবই দুর্লভ!

যে চরিত্র সম্পর্কে আমাদের পূর্বে কারো কোনো জ্ঞানই ছিল না। তাহলে সেই ইমাম মাহমুদকে আমরা কিভাবে চিনবো-জানবো? যদি মহান আল্লাহ পাক কোনো প্রকার প্রমাণ ছাড়াই তাঁকে প্রেরণ করেন?

ইমাম মাহদীকেতো সবাই জানে। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সকলের জানা। তাই তাকে চিনতে আলাদা কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। হাদীসেই তার পরিচয়-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত রয়েছে। যা দ্বারা তাঁকে চিনা যাবে।

কিন্তু ইমাম মাহমুদের বিষয়টি সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং নতুন এই মানুষের কাছে। যার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো অজানা মানুষের কাছে, যেহেতু তা গোপন ব্যাগেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাহলে যখন তাঁর আত্বপ্রকাশ ঘটবে, মানুষের নিকট নিজের পরিচয় দিবে, তখন সেই মানুষ তাকে কিভাবে চিনবে? শুধু পরিচয় দিলেতো হবেনা, প্রমাণতো লাগবে নিশ্চয় পরিচয়ের?

তাহলে সেই প্রমাণগুলো কি হবে? নিশ্চয় সেই হাদীসগুলো? ঠিক না?

তাহলে এখন ইমাম মাহমুদও নিশ্চয় একজন সাধারণ মানুষ হবেন। তিনিও নিশ্চয় পূর্বে জানবেন না, তার পরিচয় সম্পর্কে। কেউতো আর মায়ের গর্ভ হতে ইমাম হয়ে আসেনি? ঠিক না? অবশ্যই একটা শৈশবকাল, কিশোরকাল, যৌবনকাল অতিবাহিত হয়েছে। ঠিক না?

যেমনটা আমরা হাদীসে দেখি-

ইমাম মাহদীও নিজের পরিচয় জানবেন না।

তিনিও সাধারণ এক মানুষের ন্যায় জীবনযাপন করবেন।

আপনাদের সুপিরিচিত, সিহাহ সিত্তাহ কিতাবেরই একটি অন্যতম কিতাব সুনানে ইবনে মাজাহ এর এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ "

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মাহদী আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এক রাতে সংশোধন করবেন (তথা খিলাফতের যোগ্য করবেন)।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৪০৮৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৬৪৬, সিলসিলাতুল সহীহাহ, হাদীস ২৩৭১, রাওদুন নাদীর ২/৫৩)

হাদীসের মান- হাসান (তাহকীক- আলবাণী রহ.)।

এই যে, দেখলেনতো? ইমাম মাহদীও জানবেন না নিজের পরিচয়। একরাত্রে মহান আল্লাহ পাক তাকে ইলহামের মাধ্যমে জানান দিবেন যে তিনি ইমাম মাহদী। তাকে বেলায়াত দান করবেন।

যা "يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ" শব্দ হতে স্পষ্ট বোধগম্য।

তাহলে, এবার বলেন,

ইমাম মাহমুদ কি মায়ের গর্ভ হতেই ইমাম হয়ে হয়ে আসবে? নাকি সাধারণ মানুষ হিসেবেই জন্মলাভ, স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন? কোনটা?

অবশ্যই সাধারণভাবে।

তাহলে যখন তারও বেলায়াতের সময় হবে।

যখন তারও আত্বপ্রকাশের সময় হবে, তখন নিশ্চয় মহান আল্লাহ পাক তাকেও ইলহামের মাধ্যমে জানান দিবেন যে তিনি ইমাম মাহমুদ। তাঁকে নেতৃত্বের জন্য যোগ্য করবেন? যেমনটা আমরা ইমাম মাহদীর ক্ষেত্রে দেখেছি উক্ত হাদীসে। তাহলে তাঁর পরিচয়ের প্রমাণগুলো কি হবে? নিশ্চয় সেই হাদীসগুলো? ঠিক না? নতুবা, তিনি কিভাবে মানুষকে তাঁর পরিচয় জানাবেন?

প্রমাণ কি দিবেন? প্রমাণতো লাগবে। পরিচয়ের দাবি করলেতো হবে না, তাই না?

তো এবার বলেন, সেই প্রমাণ কি?

নিশ্চয় সেই হাদীসগুলো!

এবার বুঝা আসছেতো? মহান আল্লাহ কাউকে খালি হাতে পাঠান না কথাটা কেন বলেছিলাম?

বস্তুত, আল্লাহ পাকইতো তাঁর মনোনীত বান্দার সত্যতা প্রকাশ করেন,

যাতে আল্লাহ ভীরু লোকগণ তাঁদের চিনতে পারে।

তাহলে সেই হাদীসগুলো যে সেই মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ হতেই জানানো হয়েছে, তা কি আর না বুঝার কিছু থাকে? বলেন? এটাতো কমনসেন্সই বলে।

তাহলে ইহুদিরা যদিও সেই কিতাবগুলো চুরি করে নিয়ে যাক, কিংবা হারিয়ে যাক, ত তো আর আল্লাহ পাকের মহা জ্ঞানভান্ডার হতে চুরি করতে পারে নাই, কিংবা হারিয়ে যায়নি। সবই আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে।

তাই মহান আল্লাহ পাকই তা জানাতে সক্ষম। সুতরাং তিনিই সন্ধ্যান দিয়েছেন, জানিয়েছেন।

তাহলে এখন, যারা ইমাম মাহমুদের সন্ধান পাবে, তাঁর সোহবত লাভ করবে তারাও নিশ্চয় সেই হাদীসগুলোর ব্যাপারে অবগত হবে। তাই না?

তাহলেতো তা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য যে, যারা অনলাইনে সেইসকল হাদীস প্রচার করছে, তার সেই ইমাম মাহমুদের সন্ধান পেয়েছে!

তাই না? নতুবা এরকম হাদীস তারা কোথায় পেতে পারে, যা কিনা পরিস্থিতির সাথে অবিকল মিলে যায়!?

এখন যেহেতু হাদীসগুলোতে বর্ণিত, আলামত-প্রেক্ষাপটসমূহ পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে, সেহেতু স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হয়তো হাদীসে বর্ণিত প্রতিশ্রুত সেই ইমাম মাহমুদের আগমন হয়ে গেছে ইংশাআল্লাহ! (আল্লাহ আ'লাম)

তাই হয়তো তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত সেই বিরল হাদীসগুলো অনলাইনে প্রচারিত হতে দেখা যাচ্ছে, যা সহজেই বোধগম্যযোগ্য।

সুতরাং, এখানে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

আশা করি বুঝতে পেরেছেন সবাই?

সুতরাং, আপনাদের উচিত, তাঁকে সন্ধান করা, যেহেতু তাঁর আগমন হওয়া নিয়ে হাদীসে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আর সম্ভাবনাও প্রবলতর।

তাই, উদাত্ত আহবান থাকবে সকলের প্রতি,
এবারতো অজ্ঞতার চশমা খুলুন।
সেই সত্যকে বুঝার চেষ্টা করুন। আর কত কাল্পনিক সাগরে সাঁতরাবেন?
এখন হয়তো অনেকে আবার এই প্রশ্নও ছুড়ে দিতে পারেন যে,
হাদীসে যদি সত্যিই সেই গাযওয়াতুল হিন্দের আমীরের পরিচয় ইমাম মাহমুদ বলা হয়, তাহলে ইমাম নূয়্যাইম ইবনে হাম্মাদ রহ. এর কিতাবুল ফিতানে অন্য কথা কেন? ঐখানে কেন বিপরীত কথা বলা আছে?
যেখানে বলা আছে যে-
কা'ব রহিমাহুল্লাহ বলেন, বাইতুল মাকদিসের (জেরুজালেমের) একজন বাদশাহ হিন্দুস্তানের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠাবেন। সৈন্যদল হিন্দুস্তানের ভূমি জয় করে তা পদানত করবে। তারা সেখানকার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার করায়ত্ব করবেন। তারপর বাদশাহ এসব ধনদৌলত বাইতুল মাকদিসের সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহার করবেন। সৈন্যদলটি হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে বন্দী করে তাঁর নিকট উপস্থিত করবে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল এলাকায় তিনি জয়লাভ করবেন। দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁরা হিন্দুস্তানেই অবস্থান করবেন।" -
(নুআইম বিন হাম্মাদ, আল ফিতান ১/৪০৯, হাদীস নং- ১২৩৫, ১২১৫)

হাদীসের মান: সনদটির বর্ণনাকারীগণ ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। তবে সনদে বাহ্যত ইনকিতা বা রাবির বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। সম্ভবত হাকাম বিন নাফি' বর্ণনাটি বলার সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য মাঝের দুজন বর্ণনাকারীর নাম (সফওয়ান বিন আমর ও শুরাইহ বিন উবায়দ) বাদ দিয়েছেন। আর বিষয়টি এভাবে বুঝে আসে যে, নুআইম বিন হাম্মাদ 'আলফিতান' গ্রন্থে হাকাম বিন

নাফি’ থেকে, তিনি সফওয়ান বিন আমর থেকে, তিনি শুরাইহ বিন উবায়দ থেকে, তিনি কা’ব আহবার থেকে

(الحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ كَعْبٍ الْأَحْبَارِ)

একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। (হাদীস
২৩৮, ২৪১, ২৯৪, ৬০৯, ৬৬৭)

তাহকিক- মুফতি আবু আসেম নাবিল হাফিযাহুল্লাহ।

(তথ্যসূত্র: গাযওয়াতুল হিন্দ বিষয়ক হাদিস সমূহ: সনদ বিশ্লেষণপূর্বক পর্যালোচনা, সংকলক- মুফতি আবু আসেম নাবিল হাফিযাহুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮)

তো এখানেতো বলা আছে যে, হিন্দুস্তানের উক্ত যুদ্ধ বায়তুল মুকাদ্দাসের একজন বাদশাহ পরিচালনা করবেন সৈন্যদল পাঠিয়ে!

তাহলে এখানে ইমাম মাহমুদের কথা কোথায়?

কঠিন প্রশ্ন নিশ্চয়?

আসলে এখানে রয়েছে আরো এক রহস্য!

আর তা হলো-

এখানে যে বায়তুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ এর কথা বলা হয়েছে, তা হলো মূলত মুসলমানদের সর্বশেষ এক আমীরের কথা, যার সময়কালেও হিন্দুস্তানে একটি যুদ্ধ হবে যেটা হলো দখলদার ইহুদীদের বিরুদ্ধে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে নয়। আর তা হবে দাজ্জাল ও ঈসা (আ.) এর আবির্ভাবের পূর্বে!

এই নিন তার প্রমাণ, সরাসরি সেই গোপন ব্যাগের হাদীস থেকেই!-

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল যুবকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে। আর

আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সূরা ইব্রাহিম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবে এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, হাদীস নং- ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব, হাদীস নং- ১০০; আখীরুজ্জামানিল মাহদীঈ ফি আ'লামাতিল কিয়ামাহ, হাদীস নং- ২৩৫)

সুবহানাল্লাহ! কি সুস্পষ্ট বর্ণনা!

এবার বুঝলেনতো কেন দুইটি হিন্দের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে?

একটি হলো প্রতিশ্রুত যুদ্ধ, যেটাই হলো মূল গাযওয়াতুল হিন্দ! যা হবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী মালাউন মুশরিকদের বিরুদ্ধে!

আরেকটা হলো সাধারণ যুদ্ধ যা দখলদার ইহুদীদের বিরুদ্ধে হবে। যারা হিন্দুস্তানের একটি ভূমি দখল করে নিবে অন্যায়ভাবে।

তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ ইমাম জাহজাহ তাদের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যদল পাঠাবেন, যারা তাদেরকে পরাজিত করবে আর হিন্দুস্তানের ভূমিকে অবমুক্ত করবে!

সুবহানাল্লাহ!

যার স্বপক্ষে শক্তিশালী আরো দলীল হলো-
কিতাবুল ফিতানেরই দুইটি সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীস!
১. হযরত আরতাত (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাহদীর মৃত্যুবরণ করার পর কাহতান গোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদীর মত। তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হবে। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা বাদশাহ। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।
- (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, হাদীস নং- ১২৩৪, পথিক প্রকাশনী: ১২৩০, তাহকীক: সহীহ)

২. বিশিষ্ট তাবেয়ী আরতাত রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানী খলিফার নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) ও রোম বিজয় হবে। তাঁর সময়েই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। তাঁর যুগেই ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তিনি হবেন হাশেমী বংশের লোক। আবু হুরায়রাহ (রা.) হিন্দের এই যুদ্ধ সম্পর্কেই (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।”
- (আল ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, ১/৪১০, হাদীস নং- ১২৩৮, ১২০১)

বর্ণনাটির মান: বর্ণনাটির সনদ সহীহ

সুবহানাল্লাহ!

কি মাথা ঘুরে গেলোতো এবার?

উভয়ই সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীস! কি বিস্ময়কর!

বি:দ্র: এখানে হয়তো অনেকে বিভ্রান্ত হতে পারেন এই দেখে যে, এখানেতো তিনি বললেন যে,

হযরত আবু হুরায়রা রা. এই হিন্দের যুদ্ধ সম্পর্কেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাহলে ইমাম মাহমুদের সাথেতো আর মিললো না।

উত্তর- হযরত আবু হুরায়রা রা. মূলত দুই হিন্দের যুদ্ধ সম্পর্কেই পৃথকভাবে পৃথকভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে একটি হলো- প্রতিশ্রুত যুদ্ধ। আর অপরটি হলো সাধারণ যুদ্ধ। যেমন-

প্রতিশ্রুত হিন্দের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস, যেটা আমরা পূর্বে দেখেছিলাম যে, তিনি বলেছিলেন,

وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি সে যুদ্ধ পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জান-মাল সব কিছু তাতে ব্যয় করব। এতে যদি আমি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আমি হবো সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। আর যদি (জীবিত) ফিরে আসি, তাহলে হবো (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত।

(শাইখ আহমেদ শাকের কর্তৃক তাহকীককৃত "মুসনাদে আহমাদ", খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা নং: ৫৩২-৫৩৩, হাদীস নং- ৭১২৮)

হাদীসটির মান: শাইখ আহমেদ শাকের বলেন এর সনদ সহীহ।

লক্ষ করুন, এখানে ওয়াআ'দানা শব্দ এসেছে তথা প্রতিশ্রুতি দেওয়া। অর্থাৎ যে হিন্দের যুদ্ধের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ছে যে, তা হবেই। যা-ই হলো সেই হিন্দুস্তানের উগ্রবাদী মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ইমাম মাহমুদের নেতৃত্বে।

আর অপর দিকে,

সাধারণ হিন্দের যুদ্ধটির ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীসটি হলো-

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হিন্দুস্তানের যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাঁদের বিজয় দান করবেন। তাঁরা হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে আনবে। আল্লাহ তাআলা সেই মুজাহিদদের সকলকে ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে শামে পেয়ে যাবে।'

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, 'আমি যদি সে সময় বেঁচে থাকি, তাহলে আমার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে দেব এবং সেই যুদ্ধে শরীক হব। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিজয় দান করবেন এবং আমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসব, তখন আমি হব (জাহান্নামের আগুন হতে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা, যে শামে গিয়ে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে মিলিত হবে।' (আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি তখন নবীজীকে বলেছিলাম,) 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার খুব আকাংখা যে, আমি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে সংবাদ দেব যে, আমি আপনার সংশ্রবপ্রাপ্ত একজন সাহাবী।' তিনি বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, সে (যুদ্ধ) তো অনেক দেরি! অনেক দেরি!" -

(আল ফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ, ১/৪০৯, হাদীস নং- ১২৩৬)
তো এই হলো সেই হাদীস যা সাধারণ হিন্দের যুদ্ধের ব্যাপারে, প্রতিশ্রূত গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে নয়।

এছাড়া লক্ষ করুন, এখানে কিন্তু ওয়াআ'দানা তথা প্রতিশ্রূত দিয়েছেন শব্দটি আসেনি। যা পূর্বের হাদীসটিতে আমরা দেখেছিলাম।

সুতরাং, স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, এটি সেই প্রতিশ্রুত হিন্দের যুদ্ধ নয়।

মূলত কিতাবুল ফিতানে হিন্দের যুদ্ধ অধ্যায়ে যে হাদীসগুলো রয়েছে তা হলো মূলত সবই সেই সাধারণ হিন্দের যুদ্ধ ইহুদীদের বিরুদ্ধে, যা ইমাম জাহজাহ এর নেতৃত্বে সংঘটিত হবে।

কিন্তু এই বিষয়টা অনেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ গবেষণা না করেই এই সাধারণ হিন্দের যুদ্ধ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর ভিত্তিতেই বুঝে বসলো যে, প্রতিশ্রূত সেই গাযওয়াতুল হিন্দ দাজ্জাল ও ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) এর আবির্ভাবের পূর্বে হবে। যা মস্তবড় ভুল বৈ আর কিছু ছিল না।

সেই সাথে তা ইমাম মাহদীর নেতৃত্ব মনে করে তারা আরো এক কাল্পনিক বিশ্বাস ধারণ করে নিল যে,

ইমাম মাহদী ঈসা (আ.) এর সাথে মিলে দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যার আদৌ কোনো ভিত্তি নেই! যারই চাক্ষুষ প্রমাণ আপনারা দেখলেনই পূর্বে।

অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

সহীহ সনদে বর্ণিত কিতাবুল ফিতানের উক্ত হাদীস দুটিই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কেবল ইমাম মাহদী মুসলমানদের একমাত্র ইমাম নন।

তিনি বাদেও আরো ইমাম, আমীর রয়েছে, যাদেরকেই আপনারা জানতেন না এতদিন। একেবারে ভুলে ছিলেন!

এই হাদীসদ্বয় হতেও দিবালোকের ন্যায় আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে,
ঐ বায়তুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ হলেন এই শেষ আমীর তথা জাহজাহ, যিনিও হবেন রাসূল (সা.) এর বংশধর! ইমাম মাহদীর মতো!
নামও যার হবে মুহাম্মাদ! মাহদী!
চমকে উঠছেন নিশ্চয়?
কিতাবুল ফিতানেই রয়েছে সব। খুলেই দেখুন না।
এই যে সেই হাদীস-
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির ইন্তেকালের পর এমন একলোক শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসিদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর মাহদী নামক আরেকজন শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।
(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, হাদীস নং- ১১৮৬)
এই যে দেখলেনতো? ২ জন মাহদী!
তাহলে কোন সাগরে সাঁতরাচ্ছিলেন এতদিন? যার কোনো কূল-কিনারাই ছিল না?
অতএব, এই হতে আমরা দেখা পেলাম আরো এক নতুন চরিত্রের!
জাহজাহ!
কি বিস্ময়কর বিষয়! যেন আরো এক সাক্ষাৎ রহস্য!
কে এই জাহজাহ?
জানেন কী কেউ?
আপনাদেরই তো সেই সিহাহ সিত্তাহ কিতাবে এসেছে তার কথা! অথচ আপনারা তা জানেন না! অদ্ভুত ব্যাপার না?

এই যে নিজের চোখেই দেখুন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ "

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, রাত দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহজাহ নামে কোন লোক শাসনকর্তা হয়।

(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৭২০১; আন্তর্জাতিক নং- ২৯১১)

আল্লাহু আকবার! সহীহ মুসলিমেরই বর্ণনা!

যা সুনানে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদেও এসেছে যে,

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي، يُقَالُ لَهُ : جَهْجَاهُ

‘জাহজাহ’ নামক কোনো এক মুক্তদাস অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান (কিয়ামাত) হবে না।

- (সুনানুত তিরমিজি : ২২২৮; মুসনাদু আহমাদ : ৮৩৬৪)

সুবহানাল্লাহ! দেখলেনতো এবার?

কে এই জাহজাহ?

তাহলে পেলেন কি তার ব্যাপারে আর কোনো বিস্তারিত বর্ণনা এই সিহাহ সিত্তাহ কিংবা বিশুদ্ধ সনদ থেকে?

নিশ্চয় পাননি?

পাবেন কিভাবে?

তার বিস্তারিত বর্ণনাই যে ছিল এই গোপন ব্যাগে!
যা দেখলেনই পূর্বে।
অতএব, আশা করি এবার সব সুস্পষ্ট হয়েছে।
আর কোনো অস্পষ্টতা বাকি নেই।
তো সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,
এই ছিল আলোচনা।
আশা করি এই মহা রহস্য হতে আপনারা সকলে উপকৃত হয়েছেন। অজানা নতুন অনেক কিছু জানতে পেরেছেন।
পরিশেষে, মহান আল্লাহ পাকের সেই বাণী-

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَہَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَہُوْقًا

অর্থ: বলুন, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।
(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং- ৮১)
উচ্চারণ করে আবারো সেই সমস্ত লোকদের বলে যেতে চাই, যারা ইমাম মাহমুদের বিষয়টাকে বাতিল বলে প্রচার করেছিলেন,
সাবধান হয়ে যান এবার। উম্মাহর সাথে আর প্রতারণা করিয়েন না। সত্য সমাগত হয়েছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। সেই রহস্য আজ মুক্ত বাতাসে বিচরণ করছে।
আজ সব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।
কাজেই আপনারা আর যতই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেন, আর কোনো ফায়দা হবে না।
সত্য তার আপন ক্ষমতায় আত্বপ্রকাশ করেছে।
মিথ্যার যতই বুলি উড়ান, তা আর সেই সত্যকে পরাস্ত করতে পারবে না।

বস্তুত, এসব করে আপনারা উম্মাহর কোনো কল্যাণ করেন নাই বরং উম্মাহর সাথে ছলনা করেছেন।

তাদের সত্য বিষয় জানা হতে বিমুখ রেখেছিলেন।

আজ এই রহস্য আপনাদের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যহত করে দিয়েছে। আজ উম্মাহ জানতে পেরেছে আসল সত্য কি?

আজকের এই রহস্য সুস্পষ্টরূপে সাক্ষ্য দিল যে,

ইমাম মাহমুদ চরিত্রটি ছিল সত্য, আর আপনারা ছিলেন মিথ্যা।

অতএব, উদাত্ত আহবান করছি আপনাদের আবারো,

সময় থাকতে সতর্ক হয়ে যান।

বহুল প্রতীক্ষিত প্রতিশ্রুত সেই গাযওয়াতুল হিন্দ তার সকল স্টেশন পার করে এসেছে।

এবার চূড়ান্ত স্টেশনে আসতে চলেছে।

তারপরই শুর হয়ে যাবে তার সেই ভয়ঙ্কর দামামা।

মহান আল্লাহ পাক সবাইকে সত্যটা বুঝার তাওফিক দান করুন আমিন।

ওয়ামা আ'লাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন।

ওয়া আখির দা'ওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন।

আসসালামু আ'লাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু।

আল্লাহ হাফেজ।

সমাপ্ত